বনলতা।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক

ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক্
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৭ সাল।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী

পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

পিতৃদেব!

অদ্য আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে আমার এই নির্জ্জন-প্রসূত "বনলতা" আপনার শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম। এই উপহার অনুপযুক্ত হইলেও আপনার নিকট আদর পাইবে।

কৃষ্ণনগর,
২রা বৈশাখ,
সন ১২৮৭।

আপনার স্নেহের কন্যা
শ্রী———দেবী।

বনলতা।

চিত্রপট।

সম্মুখ প্রাচীরে মম চারু চিত্রপট
আদরের প্রতিকৃতি
মূর্ত্তিমতী যেন ধৃতি
বিকাশিছে স্নেহময় উজ্জ্বল নয়ন
নিরুপম চিত্র এই ভুবনমোহন।

একদৃষ্টে ওই ছবি দেখি বার বার
কত কথা স্বপ্ন সম
জাগে রে হৃদয়ে মম
নিরখি পরম সুখে আপন ভুলিয়া
সুখের মৃদুল বায়ু তোলে নাচাইয়া।

লহরে লহরে চিত্রে নব নব ভাব
হাব ভাব লীলা হেলা
পুলকে করে রে খেলা
আনন্দে বিহ্বল হই চিত্র নিরখিয়া
জগতে তুলনা হায়! না পাই খুঁজিয়া।

বনলতা।

কল্পনা সহায়ে আমি ভ্রমি সর্ব্বস্থান
ভূধর কন্দর কত,
তটিনী দেখিছি শত
তারকা-ভূষিত শূন্য নীলাম্বরে যাই
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ভ্রমিয়া বেড়াই।

এমন মোহন চিত্র দেখি না কোথায়,
একাধারে গুণ এত
নাহি দেখি নিবেশিত
ও চিত্রে সকলি আমি করি দরশন
ওই মুখ জীবনের শান্তিনিকেতন।

কোমলতা সরলতা পবিত্রতাময়
নিরমল মুখশশী
হাসি যেন পড়ে খসি,
আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি ওমুখ সুন্দর
বিশুষ্ক জীবনে ওই স্নেহের নির্ঝর।

ওই চিত্র নিরখিয়া ভুলেছি সকল
আপন বিষাদরাশি
ক্ষণেক ভুলিয়া হাসি
জুড়াই উত্তপ্ত দগ্ধ বিষণ্ন অন্তর
ওই ছবি শৈশবের সুখসহচর।

এক স্নেহবৃন্তে মোরা ফুটিনু আদরে
একই শোণিত-স্রোত
বহিছে জীবন-পোত,
প্রত্যেক ধমনী মাঝে উভয় জীবন
দিনে দিনে কালবশে ফুটিল যখন।

এক আশা উভয়ের একই মনন
এক পথ লক্ষ্য করি
একমুখে বাহি তরি
চলিলাম আশাবলে ভাসিয়া ভাসিয়া
জ্ঞান-সিন্ধুপারে ইচ্ছা হৃদয়ে ধরিয়া।

একই শিক্ষার বলে উভয় জীবন
এক ভাবে পরিণত
উভয়ের আশা যত
চিত্রিত ধনুর ন্যায় সুদূর গগনে
সুখময় দেখিলাম আশার ছলনে।

সুনির্ম্মল ছিল মম সৌভাগ্য-গগন
চন্দ্রতারা-বিভূষিত
আশারঙ্গে সুরঞ্জিত
অদূরে শোভিয়াছিল সম্মুখে আমার
কল্পনার কত বর্ণ ঢালিনু আবার।

দেখিতে দেখিতে মম চিত্রিত অম্বর
আবরিল মেঘ পশি
ঢাকিল তারকা-শশী
গভীর তিমিরজালে সব আঁধারিল
নিরাশার ঘোর বাত্যা সজোরে বহিল।

হায় রে সুখের তরি প্রভাত জীবনে
সহসা কেন ডুবিল
চিহ্নমাত্র না রহিল
পড়িয়া রহিল সুধু নয়নের নীর
বহিল তাহার সনে নিশ্বাস গভীর।

কেন অসময়ে সব ডুবিল আমার ?
কোথায় সে সব হায় !
ভাগ্যদীপ গতপ্রায়
কেন বা নিমগ্ন হলো আশার তরণী
বিষাদের গর্ভে রাখি দিবস রজনী।

সুগভীর অন্ধকারে সদা নিমগন
সুখের বিদ্যুৎ-মালা
চমকি করে না খেলা
মুহূর্ত্তে ঝলসি এই আঁধার জীবন
চঞ্চল হাস্যেতে ধরা হাসায় যেমন।

নড়েনা সরেনা মেঘ আঁধার আঁধার
অবিরত অশ্রু পূরে
এ মেঘ যাবে না দূরে
একটী নক্ষত্র ক্ষীণ হবে না উদয়
উজলিয়া ভাগ্য মম সুখের প্রভায়।

এ ঘোর তিমির মাঝে নিদ্রিত জীবন
করি না সুখের আশ
নাহি কোন অভিলাষ
অতল নিরাশ-নীরে সব বিসর্জ্জিয়া
রয়েছি সংসারে সুধু ওমুখ হেরিয়া।

যতবার ওই চিত্র করি দরশন
অমনি নয়ন জল
ভাসায় এ উরস্থল
জীবনের ছিন্নতন্ত্রী গাঁথি ক্ষীণ তারে
বাজাইতে ভগ্ন বীণা ইচ্ছা বারে বারে।

ফুটাই শতেক আশা তোমার জীবনে
তুমি ছবি সুখী হও
সতত সুখেতে রও
তোমার প্রতিভালোকে হাঁসুক সংসার
উজ্জ্বল ভারতমুখ হউক আবার।

জ্ঞানের প্রতাপে তুমি কাঁপাও মেদিনী
তোমার ক্ষমতা বল
নাচাক স্বজাতি দল
একতার সূত্রে বাঁধি ভারতভবন
সমাজের ঐক্য প্রিয় করিও স্থাপন।

ভারতের ঘরে ঘরে তব যশোধ্বনি
গাউক হৃদয় খুলি
সকলে মূর্চ্ছনা তুলি
প্রতিধ্বনিময় হোক পর্ব্বত প্রান্তর
উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ তুলি গাউক সাগর।

আশীর্ব্বাদ করি ছবি হৃদয় খুলিয়া
দীর্ঘজীবী হও তুমি
হাসুক ভারতভূমি
ঘোষে যেন শত মুখে তব কীর্ত্তিচয়
ইতিহাসে নাম যেন চিরাঙ্কিত হয়।

জন্মভূমি

আরামের স্থল, জনম ভবন,
শৈশব যেখানে করিনু ক্ষেপণ,
সঙ্গিনী সহিত পুলকিত মন।
সে সুখের দিন কোথায় এখন ?

যেখানেতে আগে আমোদে মাতিয়া,
সঙ্গিনী সহিত বেড়ানু খেলিয়া,
সরল ভাবেতে হাসিয়া হাসিয়া,
নিরমল মনে প্রেমেতে মজিয়া।

একত্র সকলে হয়ে পুলকিত,
সরল হৃদয়ে হইয়া মিলিত,
পবিত্র অন্তরে কতই হাসিত,
এ সকল জ্বালা কভু না জানিত।

মনের কবাট করি উদ্ঘাটিত,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে কতই বলিত,
কপটতা হায় তারা না জানিত,
ভবিষ্যৎ দুঃখ মনে না ভাবিত।

---

* এই কবিতাটীর সহিত আমার জীবনের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া এই পুস্তকে ইহা সন্নিবেশিত হইল।

বিবাদ করিয়া তাহাদের সনে,
বিষাদে মজিয়া যেতাম ভবনে।
কাঁদিতাম দুঃখে বসিয়া বিজনে।
সঙ্গিনী সকল না হেরি নয়নে।

মৃদু মৃদু পদে বিষাদিত মনে,
যাইতাম একা সখী-নিকেতনে।
মনের যাতনা বিস্মৃতি কারণে
চুম্বিতাম সুখে তাদের বদনে।

সকল অসুখ যেতাম ভুলিয়া,
তাদের পবিত্র আনন হেরিয়া—
প্রীতিপূর্ণ বাণী শ্রবণে শুনিয়া,
গলায় গলায় একত্র ধরিয়া।

সে সব সঙ্গিনী কোথায় এখন ?
আর কি তাদের পাব দরশন !
স্নেহের আধার ভগিনী-বদন ;—
অকালেতে কেহ ত্যজেছে জীবন।

কেহ বা রয়েছে বিদেশে পড়িয়া,
বহু দিন গেছে স্বদেশ ছাড়িয়া—
কাটাইছে দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
মৃতপ্রায় হ'য়ে আছেরে বাঁচিয়া।

পরিণয় হার পরিয়া গলায়,
দিবানিশি কাঁদে তাহারি জ্বালায়,
সোণার প্রতিমা শোভা নাহি পায় ;
মুকুতার হার বানর-গলায়।

জনক জননী, স্নেহের আলয়,
দুহিতার দুঃখ, না চিন্তিল হায়!
স্নেহ বিসর্জ্জিল দেশাচার পায়,
স্বর্গের কুসুম সঁপিল চাষায়।

অপাত্রে অর্পিল কাঞ্চনপ্রতিমা—
জগতে যাহার অতুল গরিমা ;
রূপে গুণে তার কতই মহিমা,
কাঁদি দিবানিশি বদনে কালিমা :

শৈশবে যাহাকে বাসিত রে ভাল,
বিষময় ফল তাহাতে ফলিল,
সুখতরু হায় সমূলে শুকাল,
প্রিয়তা-কোরকে কীট প্রবেশিল।

নিরাশ হৃদয়ে কাঁদে অভাগিনী,
আদরের ধন নয়নের মণি,
ভাগ্যদোষে হায় হারাইছে ধনী,
ভালবাসা বিষ আগে নাহি জানি।

বালিকা জীবনে বেসেছিল ভাল,
দেশাচার দোষে সব হারাইল,
অমূল্য রতন অপরে লইল,
দেখি অভাগিনী নীরবে কাঁদিল।

অনিত্য জগতে মনের মতন,
মেলে না কখন হৃদয়-রতন,
তবে কেন আর কর লো রোদন,
পূর্ব্বসুখ সব হও বিস্মরণ।

সুখের আবাস ছাড়িয়া এখন
পথে পথে সদা করেছি ভ্রমণ,
দেখিতে না পাই প্রিয় পরিজন,
পথিকে পথিকে হয় না মিলন।

সুখনিকেতন অন্ধকারময়,
বিজন কানন হইয়াছে হায়!
সুখের তপন পাইয়াছে লয়,
নিবাণ প্রদীপ কে আর জ্বালায়।

হাহাকার ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে,
কাঁদে প্রতিবাসী ব্যথিত অন্তরে,
মনের বেদনা কে আর নিবারে?
স্নেহনিদর্শন নাহিক সংসারে।

আনন্দভবন শ্মশান সমান,
পূর্ব্বসুখ আর নাহি দীপ্তিমান,
গৌরবের নিধি গ্রাসিছে শমন,
বিধবা রমণী করিছে রোদন।

কাঁদে অভাগিনী নবীনা রমণী,
অকালে হারায়ে হৃদয়ের মণি,
বিরহেতে জ্বলি দিবস রজনী,
কে আর শুনিবে দুঃখের কাহিনী।

গভীর নিশীথে নীরব অবনী,
শয্যায় শুইয়া কাঁদে অভাগিনী,
স্বপনে জ্বালায় নিদ্রা কুহকিনী,
প্রেম কিবা ধন না জানিল ধনী।

বাল্যকালে হায় হারাইয়া পতি,
পরমুখ চেয়ে করিছে বসতি,
পবিত্র প্রণয় না জানিল সতী,
সংসারের সুখে বঞ্চিত যুবতী।

পুত্রশোকে কাঁদে অভাগা জননী—
হাহাকার স্বরে বিদরে ধরণী;
প্রাণপুত্র লাগি যেন পাগলিনী—
কাঁদিয়া প্রভাত করিছে যামিনী।

পুত্রসম ধন কি আছে সংসারে,
মাতার মনের যাতনা নিবারে,
পুত্রের বদন ভুলিবে কি ক'রে,
চিরদুঃখময় - অবনী - ভিতরে।

যেখানেতে আগে হ'ত নৃত্যগীত,
সকলেতে মিলি হয়ে পুলকিত ;
গাইত সদাই মধুর সঙ্গীত,
চিত্তসুখে সবে হইয়া মিলিত।

সে গৃহেতে এবে হাহাকার রব !
আনন্দের ধ্বনি হয়েছে নীরব,
কালের কবলে লুকাইছে সব,
অন্তর্হিত হায় !! দেশের গৌরব।

নাহি সে আনন্দ নাহিক বৈভব,
সঙ্গীতের স্থানে বায়সের রব,
কা, কা, ধ্বনি বিনা নাহি অন্যরব,
আমোদ আনন্দ সকলি নীরব।

কালবশে সব গেছে মিলাইয়া,
তথাপিও কাঁদি সে সব স্মরিয়া,
পূর্ব্বের প্রতাপ গিয়াছে নিবিয়া,
ভগ্নগৃহমাত্র আছে দাঁড়াইয়া।

আনন্দের পল্লী আনন্দভবন,—
আনন্দে বিহগ করিত কূজন,
আনন্দপ্রবাহে নাচাইত মন;
সকলেই হ'ত আনন্দে মগন।

বহিত মলয়-বায়ু মৃদু রবে,
মৃদু কাঁপাইত তরুলতা সবে,
পথে জনস্রোত হেরিতাম যবে,
আনন্দের অশ্রু ঝরিত নীরবে।

সে সকল শোভা কোথায় এখন?
অকস্মাৎ সব দিল অদর্শন,
মেঘেতে ঢাকিল মধ্যাহ্ন তপন।
ভীমস্বরে শিবা করিছে রোদন।

আরামের স্থল স্বদেশ ভবন,
শৈশব যেখানে করিনু ক্ষেপণ,
সঙ্গিনী সহিত পুলকিত-মন।
সে সুখের দিন কোথায় এখন!

সেই দিন।

সেই দিন, যেই দিন, বলিব কেমনে!
স্বচ্ছ সলিলের ন্যায়,
নিরমল চিত্ত হায়,
হাস্যময়, সমুজ্জ্বল, সুখের কিরণে।

সেই দিন, যেই দিন, বলিব কেমনে!
হাসি হাসি শশধর,
বিতরি বিমল কর,
হাসাইছে প্রকৃতিকে রজত কিরণে।

সুচারু কিরণ-জালে মণ্ডিত গগন;
রূপসী রজনী সতী,
রূপবতী বসুমতী,
রূপের তরঙ্গময় সকল ভুবন।

প্রকৃতির ফুল্লমূর্ত্তি করি বিলোকন,
মাতিল শৈশব প্রাণ,
আনন্দে হারানু জ্ঞান,
বিমল আনন্দে বুক ভরিল তখন।

সেই সুখ-দিন প্রিয় আছে কি স্মরণ?
কিরূপে ভুলিব তাহা,
জীবনের সুখ যাহা,
স্মৃতিবক্ষে সেই দিন অঙ্কিত যখন।

নির্ম্মল চন্দ্রিকালোক পশিল পরাণে।
জাগিল হৃদয়, মন;
ভাঙ্গিল সুখ-স্বপন,
চাহিলাম আনন্দেতে শশধর পানে।

অনিমিষ নেত্রদ্বয়, অবশ অন্তর,
অচল শরীর মন,
করিলাম নিরীক্ষণ,
সুন্দর মোহন মূর্ত্তি নেত্র-সুখকর।

প্রখর-তপন-তাপে বিশুষ্ক হৃদয়।
না ছিল সুখের আশা,
নাহি ছিল ভালবাসা,
কাঁদিয়া বিষাদে দিন করিতাম ক্ষয়।

সে দিন হৃদয়ে যাহা করিনু রোপণ,
অনন্ত সৌরভে হায়,
শোভিয়া চারু শোভায়
মরুভূমি উজলিল, কুসুম-রতন।

সেই দিন সেই ফুল ফুটিল কাননে,
দুর্ব্বিসহ রবি কর,
বাত্যা-বজ্র ভয়ঙ্কর,
সহিয়া সহিয়া তাহা রেখেছি যতনে।

পবিত্র হৃদয়পটে হায় সেই দিন,
অঙ্কিত হইল যাহা,
বিধি মিলাইবে তাহা,
পাষাণে অঙ্কিত রেখা হয় না বিলীন!

সরল সুন্দর সেই হৃদয়-কমল,
স্নেহরাগে বিমণ্ডিত,
প্রতিভায় আলোকিত,
জ্ঞানজ্যোতি-পরিপূর্ণ, পবিত্র, নির্ম্মল।

জীবনে কি সেই দিন হব বিস্মরণ,
ভুলিয়া সকল দুখ,
লভি সুবিমল সুখ,
আনন্দে হৃদয় নাচে হইলে স্মরণ।

জীবনে জীবনে এবে জড়িত হইয়া
সলিল-স্রোতের ন্যায়,
এক সঙ্গে ভেসে যায়,
গঙ্গা-যমুনার মত রয়েছে মিলিয়া।

সেই দিন চিরকাল করিয়া স্মরণ,
নেত্রনীর বিসর্জ্জিব,
সুখে দুঃখে কি বলিব ;
সেদিন সুখের ; স্মৃতি দুঃখের কারণ।

স্বদেশ বিদেশ আর নগর কাননে,
ভ্রমিয়া বেড়াই হায়,
জীবন বহিয়া যায়,
তেমন আনন্দ আর পাব কি জীবনে ?

সংসারসুখের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া,
শূন্য হৃদে হাসিয়াছি,
সব জ্বালা ভুলিয়াছি,
অপরের আনন্দের তরঙ্গ হেরিয়া !

প্রকৃতির রমণীয় মূরতি দেখিয়া,
ক্ষণেক জুড়াতে মন,
কলকণ্ঠ পিকগণ,
গাইত শাখায় যবে শ্রবণ মোহিয়া,—

মৃদু নাদি কল্লোলিনী, জাহ্নবী-হৃদয়ে,
নাচিয়া নাচিয়া শশী
পুলকে যাইত ভাসি,
চুম্বিয়া চুম্বিয়া ক্ষুদ্র তরঙ্গ নিচয়ে—

সে সব অপূর্ব্ব শোভা করি দরশন,
কত বার হাসিয়াছি,
কত কথা ভুলিয়াছি,
সে দিনের কথা আমি ভুলিনি কখন।

হায় রে সেদিন আমি ভুলিব কেমনে!
স্মৃতিপথে জাগিতেছে,
সুখ দুঃখ বিতরিছে,
হাসিব, কাঁদিব, তাহা স্মরিয়া জীবনে।

গভীর সমুদ্র-গর্ভে হব নিমগন,
ডুবিয়া মরিব সুখে,
সেই স্মৃতি রবে বুকে,
রাখিব রাখিব নিত্য করিয়া যতন।

সেই দিন জীবনেতে লভিনু যে ধন,
এ মর জীবন সনে,
লয় পাবে সেই দিনে,
সংসার ছাড়িয়া আমি যাইব যখন।

সেই দিন প্রিয়তম! বলিব কেমনে,
অন্তিম শয্যার বক্ষে,
শেষ অশ্রুসিক্ত চক্ষে,
তোমার পবিত্র মুখ হেরিব নয়নে।

সেই দিন, সেই দিন, ভুলিব কেমনে,
হায়! ভুলিব কেমনে!

কোকিলের প্রতি ।*

নবাগত কলকণ্ঠ! বিহগ সুন্দর,
শুনিব পুলক ভরে তোমার সুস্বর।
হে কোকিল, কহিব কি বিহঙ্গ তোমায়?
কিম্বা বলি ভ্রাম্যমাণ স্বর মধুময়।

যবে দূর্ব্বাদলে আমি করিয়া শয়ন,
তোমার দ্বিগুণ স্বর করি রে শ্রবণ,
গিরি হ'তে গিরি-শৃঙ্গে সে স্বর ভাসিয়া
একদা সুদূরে, কাছে, যায় রে ধ্বনিয়া।

ভানুদীপ্ত কুসুমিত উপত্যকা'পরে
শুনি রে কাকলী তোর তরল অন্তরে
বিগত জীবন হৃদে উঠে রে জাগিয়া,
শৈশব সুখের স্মৃতি উঠে উথলিয়া।

বসন্তের প্রিয়পাখি, ডাকি বার বার,
বিহঙ্গম, নহ তুমি নিকটে আমার,
কিন্তু রে অদৃশ্যকণ্ঠ, ভাবিলে তোমায়
বোধের অতীত তুমি স্বর মধুময়।

---

* Translation of "The Cuckoo." (WORDSWORTH)
(ইংরাজী হইতে অনুবাদ।)

সেই তুমি, বিদ্যালয়ে পড়িতাম যবে
শুনিতাম যার কণ্ঠ, মাতি যেই রবে
খুঁজিতাম কত দিন বিহঙ্গ, তোমায়,
ঘন কুঞ্জে, তরুমাঝে, শূন্য নীলিমায়।

ভ্রমিতাম কত তোরে খুঁজিবার তরে
গহন কাননে কভু শ্যামল প্রান্তরে,
আশা সম, প্রেম সম, ছিলে তুমি পাখি,
নিরখিতে অভিলাষ কভু না নিরখি।

এখন শুনিতে পাই তোর কণ্ঠস্বর ;
সুকোমল দূর্ব্বাদলে রাখি কলেবর,
শুনিতে শুনিতে, মগ্ন হই তোর স্বরে,
স্বর্ণময়ী সুখস্মৃতি জাগে রে অন্তরে।

হে সুখি, বিহঙ্গবর, তোমার কূজনে
বসুমতী শূন্যময়ী বোধ হয় মনে ;
অপ্সরার বাসভূমি ত্রিদিব সমান
যাহা তব পিকরাজ, যোগ্য বাসস্থান।

কেন জাগিলাম ?

হরি হরি !! কেন নিদ্রা ভাঙ্গিল এখন !
কেন রে স্মৃতির এত তরঙ্গ ভীষণ !
সুধাংশুশালিনী নিশি,
মৃদুল তরল হাসি,
শ্যামাঙ্গিনী শুক্লাম্বরে শোভিছে সুন্দর,
আজি মরি সকলই নেত্র-প্রীতিকর।

নীরবে ক্ষণেক বসি ধবল প্রাঙ্গণে,
প্রকৃতির শুভ্র শোভা হেরিনু নয়নে,
নীরবে সমীর বয়,
উদ্যান-কুসুম-চয়,
চুম্বিয়া, সৌরভ মাখি পুলকে মাতিয়া,
খেলিছে তাদের সনে লহরী তুলিয়া।

মধুর কণ্ঠের গীত গাহিয়া গাহিয়া,
কণ্ঠভরা মধুরাশি সুখে বরষিয়া ;
তুলিয়া মধুর তান,
গাইছে প্রেমের গান ;
"বউকথা কহ" পাখী আকাশে ভাসিয়া,
সুখের সঙ্গীত-স্রোতে জগৎ মোহিয়া।

নীরব নিদ্রিত ধরা অচেতনপ্রায় ;
শান্তির শয্যায় জীব সুখে নিদ্রা যায়।
নীরবেতে শশধর,
জুড়াইছে চরাচর,
নিবিয়াছে সুখ দুঃখ এ ঘোর নিশায়,
হাসে না, কাঁদে না, এবে সকলি ঘুমায়।

এমন সুখের নিশি প্রভাত হইবে?
দিবসের কোলে শশী পুনঃ লুকাইবে,
বিতরি প্রখর কর,
বিকাশিবে বিভাকর,
সজীব হইবে ধরা তপন-প্রভায় ;
ঝঙ্কারিয়া বিহঙ্গম জাগাবে সবায়।

শূন্যমনে এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া,
চঞ্চল চিন্তার স্রোতে যাইনু ভাসিয়া,
এই ক্ষুদ্র নিকেতন,
শান্তিসুখে অচেতন,
ডুবিয়াছে গৃহবাসী গভীর নিদ্রায়,
আমি কেন অন্যমনে বসিয়া হেথায়?

চমকিয়া দাঁড়াইনু সাধিতে নিদ্রায়,
প্রবেশি কক্ষায় পুনঃ, শুইনু শয্যায়,
নিস্নেহ নিস্তেজ দীপ,
শোকে করে টিপ্ টিপ্,
বারেক জ্বলিয়া আলো নিবিল রে ধীরে,
ক্ষুদ্র কক্ষা ডুবাইয়া গভীর তিমিরে ;

জ্বলন্ত চিন্তার চিতা দীপের মতন,
ক্রমেতে নিবিয়া গেল উচ্ছ্বসিত মন,
তিমিরেতে আবরিয়া,
নেত্রযুগ নিমিলিয়া,
আবেশে নিদ্রার মোহে হইনু মগন,
কোথা নিদ্রা? আবার সে স্মৃতির স্বপন!

কিবা চিত্র! কার ছবি! কিবা দরশন!
বহু দিন হৃদয়ের দুরাশা স্বপন।
কল্পনার চিত্রখানি,
স্বপনে দেখাল আনি,
যে চিত্র স্মৃতির পটে করি দরশন,
হাসিয়া কাঁদিয়া কাল করেছি যাপন।

মন্ত্রমুগ্ধ দেহযন্ত্র, অবশ পরাণ,
হেরিয়া সে মুখশশী, হারাইনু জ্ঞান।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায়,
নীরব রহিনু হায়,
একটি বচন নাহি ফুটিল আমার,
অনিমিষে দেখিলাম মূরতি তাহার।

কলেবর থর থর ব্যাকুল অন্তর;
হৃদয়ে ধরিতে ছবি প্রসারিনু কর।
সুমধুর সম্ভাষিয়া
প্রাণ মন মাতাইয়া,
আদরে পরশি মোরে বলিল তখন—
"অভাগিনি! এতদিনে ফলিল স্বপন।"

স্বর্গীয় সঙ্গীতস্বর পশিল শ্রবণে,
ত্রিদিব দুর্ল্লভ শোভা হেরিনু নয়নে;
হৃদে হৃদে মিশাইয়া
প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গিয়া,
হাসিলাম, কাঁদিলাম স্বপনে তখন;
বিগত জীবন-বৃত্ত করিয়া স্মরণ।

নিরাশ জীবন মম মরুভূমি প্রায়,
একবিন্দু সুখবারি নাহিক সেথায়,
দিবানিশি জ্বলে প্রাণ,
কে করে সান্ত্বনা দান,
কিবা সুখে থাকি এই মরুদগ্ধ বনে ;
স্মৃতিমাত্র সার ক'রে বাঁচিব কেমনে ?

প্রেমময় চিত্র খানি প্রেমের আধার,
কত কাল দেখি নাই বদন তোমার,
তুমি ধ্রুব তারা সম—
জীবন-তরণী মম
ওই তারা লক্ষ্য ক'রে ভীম পারাবার
হাসিয়া হইবে পার, অনন্ত সংসার।

আজি তব দরশনে আমার জীবন
আশাময় পুলকিত নন্দনকানন;
মনের বেদনা যত,
সব হলো অন্তরিত,
ভুলিয়া সকল দুঃখ ভাবিনু এখন
এই বুঝি স্বরগের কুসুম-কানন।

তোমার অমৃত কণ্ঠ মধুর বচন
শুনিয়া জুড়াল প্রাণ দেখিয়া নয়ন,
আশালতা বিদলিত
হইল রে কুসুমিত
তব স্মৃতি মদিরায় সিক্ত মন প্রাণ
স্বপনে হেরিয়া আজি পাগল পরাণ।

প্রবল প্রেমের তৃষা বাড়িল অন্তরে,
প্রাণভরে প্রীতিভরে ডাকিনু আদরে।
কল্পনা সৃজন হায়,
সদ্য বারিবিম্ব প্রায়,
সকলি মিশায়ে গেল স্মৃতির স্বপন
অন্ধকারে ডুবাইয়া নিরাশ জীবন।

কেন জাগিলাম? স্বপ্ন ভাঙ্গিল রে হায়,
কেন না রহিনু সেই সুখের নিদ্রায়,
কল্পনা স্মৃতির সনে,
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে,
সুখের স্বপনে ঢালি জীবন আমার
ভাসাইয়া জগতের যাতনা অপার!

আর কি দেখিব সেই সুখের স্বপন?
জীবনে কি সে চিত্রের পাব দরশন?
আজীবন কাঁদিবারে,
জাগিলাম—মরিবারে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যু! নিরাশ-অনল
জ্বলিবে,—পিপাসা মম বাড়িবে কেবল।

হাস।

হাস, হাস, হাস শিশু, হাস রে আবার,—
তোমার মৃদুল হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
ও হাসিতে হয় হৃদে কৌমুদী সঞ্চার,
হাস, হাস, হাস যাদু, হাস রে আবার।

প্রভাত অরুণ সম সুন্দর বদন,
তাহে সদা হাস্যময়,
উজ্জ্বল নয়ন দ্বয়,
দেখিলেই দূরে যায় মনের বেদন,
ঘরের আলোক তুই সোহাগের ধন!

টলে, টলে, ঢলে, ঢলে, আদরে গলিয়া,
হাসির তরঙ্গ তুলি,
চল তুমি দুলি দুলি,
বিমুগ্ধ হইয়া আমি থাকি রে চাহিয়া,
হাসির তরঙ্গে প্রাণ যায় রে ভাসিয়া।

কিসলয়-বিনিন্দিত শরীর তোমার,
মধুর মধুর-তর,
হৃদয়-শীতল-কর,
পরশে নাচিয়া উঠে দুর্ব্বল অন্তর,
সুখের লহরী হৃদে খেলে রে সুন্দর।

অমিয়! অমিয় যবে করি বরিষণ,
আধ আধ সম্ভাষণে,
জাগাও জীবন মনে,
জাগ্রতে ঢাল রে হৃদে সুখের স্বপন,
ভাসে রে তোমার মুখে সঙ্গীত তখন।

ফুল্ল কুসুমের ন্যায় থাক রে ফুটিয়া,
খেল রে প্রসন্ন মনে,
আনন্দে হেরি নয়নে,
গলিত হৃদয়ে লই আনন্দে তুলিয়া,
চুম্বি মুখ বার বার স্নেহেতে গলিয়া।

ধবল শয্যায় যবে থাক ঘুমাইয়া,
কত সুখস্বপ্ন দেখে,
হেসে উঠ থেকে থেকে,
নীরবে চাহিয়া থাকি জগৎ ভুলিয়া,
তোমার জীবনে দেই জীবন ঢালিয়া।

আবার কাঁদ রে যবে ফুলিয়া ফুলিয়া,
সিক্ত কমলের ন্যায়,
মুখ খানি শোভা পায়,
মৃদু মৃদু হাস্য তাঁহে থাকে রে লাগিয়া,
হৃদয় শিথিল হয় সে মুখ হেরিয়া।

কুসুমের হার সম পরি রে গলায়,
কত বার কণ্ঠে ধরি,
মন প্রাণ তৃপ্ত করি,
মোহিত হইয়া যাই তোমার শোভায়,
তোমার মাধুরী যাদু জগৎ ভুলায়।

এমন সুন্দর তুমি স্নেহের কুসুম,
পবিত্র জীবন ল'য়ে,
চির কাল সুখে র'য়ে,
থাক রে সংসারে শিশু উজ্জ্বলি জীবন,
জগতের শোক তাপ পেওনা কখন!

জগদীশ, তব পদে করি নিবেদন,
দীর্ঘজীবী কর নাথ,
সদা মনে এই সাধ,
তব প্রিয় কার্য্য যেন করে হে সাধন,
জীবনের কত আশা—অতুল রতন।

ওই ছবি।

সতত নয়নে মম,
নির্ম্মল চন্দ্রমা সম,
অদূরে ভাতিছে ওই মূরতি তোমার।
অতৃপ্ত নয়নে হেরি,
পরশিতে নাহি পারি,
কৌমুদী-মণ্ডিত-চিত্র,—শোভার আধার।

সুবিমল শশিকর,
মধুর মধুরতর,
ধীরে বরষিছে চিত্র, আমার জীবনে;
নিরাশা-তিমির হায়,
লুকাইল জোছনায়,
আঁধারে আলোক সখে, আনিলে কেমনে!

সীমা হতে সীমান্তরে,
থাকিয়া হেরি তোমারে,
চিন্তায় জড়িত প্রিয়, বদন তোমার।
নেত্র নিমীলিত করি,
হৃদয়ে তোমায় হেরি,
জীবনের একমাত্র আশ্রয় আমার।

যখন যেদিকে চাই,
কেবল দেখিতে পাই
অঙ্কিত তোমার মুখ—শূন্য ধরাতল।
কি জাগ্রতে কি নিদ্রায়,
নিয়ত হেরি তোমায়,
তব চিন্তা অভাগীর অনন্য-সম্বল।

সুশীতল সমীরণ
ঢালে কর্ণে অনুক্ষণ,
তোমার মধুর স্বর সঙ্গীত তরল;
তব স্মৃতি নিত্য মোরে,
আনন্দে অধীর করে,
ওই চিত্র সার করি রয়েছি কেবল।

অসম্পূর্ণ।

সুখ-মৃত্যু।

ENTHANASIA.*

সত্বরে, বিলম্বে কিম্বা, আসিবে নিশ্চয়,
করাল কালের স্রোতে কালের নিয়তি ;-
অস্বপন চিরনিদ্রা ! রে বিস্মৃতি, রাখ
মিনতি আমার; হায়! মরণ সময়ে
ব্যজনিয়া সুকোমল পক্ষপুটে তব
চির-সন্তাপিত বক্ষঃ করিও শীতল।

নাহি কাজ বন্ধুবর্গে, দায়াদনিচয়ে,
কাঁদিতে ইচ্ছিতে মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে বসি ;
নাহি চাই নিরখিতে মুক্তকেশী বালা,
সহিতে, দেখাতে কিম্বা লৌকিক বিষাদ।

নীরবে নির্জ্জনে শেষ হউক জীবন,
কপটবিলাপী জনে নাহি প্রয়োজন ;
নাহি সাধ রোধিবারে আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
দেখিবারে অশ্রুবিন্দু বন্ধুর নয়নে।

কিন্তু প্রীতি পারে যদি এমন সময়ে
নিবারিতে অর্থহীন সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
প্রকাশুক তবে তার চরম শকতি
মুমূর্ষু প্রেমিক-বক্ষে, প্রেমিকা-হৃদয়ে।

* (বাইরণ হইতে অনুবাদিত)

কি সুখ, হে প্রণয়িনি, অন্তিম সময়ে
অবিচল দেখি যদি মূরতি তোমার,
ভুলিয়া বিগত দুঃখ মৃত্যু-যন্ত্রণায়
হাসিতাম, প্রিয়তমে! সে মূরতি হেরে।

মিছে আশা! লয়শীল প্রাণবায়ুসহ
ওই রূপরাশি তব হইবে মলিন;
রমণীর নেত্রনীর, ইচ্ছা-বিগলিত,
প্রতারে জীবনে যথা, কাঁদায় মরণে।

তাই নিরজন চাই অন্তিম সময়ে;
না চাহি একটী শোক, একটী নিশ্বাস;
সহস্রের হৃদয়েতে পারে নাহি কাল
সঞ্চারিতে ভয় কিম্বা যাতনা দুঃসহ।

কিন্তু মরে' যেতে হবে কোথায়? যথায়
সকলি গিয়াছে হায়, যাইবে সকল;
জীবন্ত যন্ত্রণা-পূর্ণ মানব-জীবন
লভিবার পুর্ব্বে, সবে ছিলাম যথায়।

জীবনেতে কত দিন লভিয়াছ সুখ,
কত দিন হয় নাই দুঃখ-দরশন
গণে দেখ; হায়! তবে বুঝিবে তখন—
বুঝিবে জীবন হতে উত্তম মরণ।

আমার কল্পনা।

কল্পনে,
আয় লো বারেক হৃদয়-তোষিণি,
সুখে, দুঃখে, মম জীবন-সঙ্গিনি,
নির্জ্জনে নীরবে থাকি লো যখন,
সদা তোর কথা হয় লো স্মরণ।

গভীর নিশীথে নয়ন মুদিয়া,
দেখি তোর মুখ আঁধারে মিশিয়া,
জাগ্রতে, নিদ্রায়, স্বপন-সময়ে,
জাগে তোর মুখ আমার হৃদয়ে।

বালিকার ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া,
কতই যে খেল হৃদয় খুলিয়া,
সে সকল আমি করি দরশন,
সংসার ভুলিয়া যাই লো তখন।

কল্পনা ভূলোকে অতুল-রতন,
জীবন-কাননে সুরভি-চন্দন।
কল্পনা সৌন্দর্য্য, কল্পনা সঙ্গীত,
কল্পনার রূপে জগত মোহিত।

রবি - শশী - তারা—কল্পনা-নয়ন,
শারদ - কৌমুদী—কল্পনা-বরণ,
কল্পনার কণ্ঠ বীণার নিক্কণ,
কল্পনার খেলা সুখের স্বপন।

প্রেমের মূরতি কল্পনা-সুন্দরী,
মানব - জীবনে প্রিয় সহচরী,
আপন ভবনে আপনার মনে,
কত সুখ পাই হেরিয়া নয়নে।

চিত্র নীলাম্বর দেখি রে যখন,
কল্পনা কুসুম ফুটে রে তখন;
ভুলি সমুদয় ক্ষণেকের তরে,
সৌরভে হৃদয় বিমোহিত করে।

কল্পনা-সহায়ে ভ্রমি কত স্থানে,
নদ, নদী, বন, পর্ব্বত, বিমানে,
দেখি যত দিক্‌, দেখি যত দূর,
সকলি সুন্দর, সকলি মধুর।

আবার যখন কল্পনার সাথে,
স্বরগ ভ্রমিতে উঠি শূন্য-পথে,
গ্রহ হতে গ্রহে ছুটিয়া ছুটিয়া,
যায় রে কল্পনা মেঘেতে মিশিয়া।

জীবন-প্রভাতে কল্পনার সনে
হইল মিলন, আনন্দিত মনে
ভাবিনু তখন, মানব-জীবন
কত সুখময় সংসার-কানন!

এমন সুখের কল্পনা থাকিতে,
দুঃখ কেন রবে মানবের চিতে,
প্রভাত-কুসুম, সায়াহ্ন-গগন—
সকলি নরের সুখের কারণ।

কল্পনা আমার কত মধুময়,
মধুর মধুর সকল সময়,
কত মনোহর কতই সুন্দর,
জীবনের আশা, প্রেম-সরোবর!

আয় লো বারেক জীবন-তোষিণি,
সুখে, দুঃখে, মম জীবন-সঙ্গিনি,
নির্জ্জনে নীরবে একাকী বসিয়া,
কত সুখী মন তোমাকে ভাবিয়া
বিজন-সঙ্গিনি!

———

পবিত্র কুসুম।

বন্ধুবিয়োগে।

পবিত্র কুসুম তুমি,
উজলিয়া বঙ্গভূমি,
অসময়ে ফুটেছিলে ভবের উদ্যানে,
অন্ধকার বাঙ্গালায়,
কেহ না দেখিল হায়,
সহসা বিশুষ্ক হ'লে অস্ফুট জীবনে।

এদুঃখ বলিব কায়,
দুঃখে বুক ফেটে যায়,
তোমার তুলনা আজ দেখি না নয়নে,
যেই খানে জনমিলে,
সে খানে ঝরিয়া প'লে,—
তোমার তুলনা নাই বঙ্গের কাননে।

পার্থিব ফুলের সনে,
তুলনা দিব কেমনে,
রূপে গুণে তারা নহে তোমার সমান।
নহ, ফুল্ল কুমুদিনী,
কিম্বা স্থল-কমলিনী,
অনন্ত সৌন্দর্য্যময় তোমার জীবন।

কণ্টকে আবৃত নহ,
কোমল পবিত্র দেহ,
সৌরভ-জড়িত ওই জীবন তোমার।
প্রীতিরাগে সুরঞ্জিত,
শুদ্ধ দেহ আলোকিত,
স্বর্গীয় প্রতিভাপূর্ণ নির্ম্মল অন্তর।

অকস্মাৎ নিশি শেষে,
চলে গেলে নিজ দেশে,
ফুরাইল জীবনের সুখের স্বপন।
প্রভাতে দেখিনু হায়,
কানন আঁধারময়,
বৃন্তচ্যুত হইয়াছে সুন্দর কুসুম।

ওই তারকার সনে,
ফুটিয়া রবে নন্দনে,
উজলিয়া স্বর্গোদ্যান মৃদুল কিরণে,
তথাপি তোমার তরে,
নেত্র নীর সদা ঝরে,
যখনি তোমার মুখ জাগে গো স্মরণে।

পবিত্র নির্ম্মল চিত,
সরলতা বিমণ্ডিত,
ধর্ম্মের মূরতি ওই জনক তোমার,

ঈশ্বরে তাঁহার মতি,
হাস্যময় দিবা রাতি,
শোক দুঃখে ক্লান্ত নহে তাঁহার অন্তর।

জগতের শিক্ষা-স্থল,
জীবন্ত ধর্ম্মের বল,
কিছুতেই বিচলিত হয় না হৃদয়,
অচল বিশ্বাস ভরে,
লঙ্ঘি’শোকপারাবারে,
চলিছেন সত্যপথে ঈশ্বর সহায়।

অসময়ে যদি হায়,
ছাড়িয়া গিয়াছ তাঁয়,
আবার তোমার সনে হইবে মিলন,
এই আশা হৃদে ধরি,
সেই রাজ্য লক্ষ্য করি,
আনন্দে যাইছে সদা তাঁহার জীবন।

স্বর্গধাম উজলিয়া,
নিয়ত রবে ফুটিয়া,
সৌরভ তোমার বোন! রহিল ভুবনে,
সতত তোমার তরে
ভাসিব গো নেত্রনীরে,
সদাই তোমার স্নেহ জাগিতেছে মনে।

সেই স্নেহপূর্ণ কথা,
সেই প্রেম মধুরতা,
ভুলিব না, ভুলিব না, জীবনে কখন;
জাগিবে মানসে তুমি,
নিয়ত হেরিব আমি,
যত কাল সংসারেতে করিব ভ্রমণ।

কি সুখ আমার!

(পরিত্যক্তা রমণী।)

এই ত শরৎকাল পুনরায় আইল,
নিরমল শশধর গগনেতে উঠিল।
অসংখ্য নক্ষত্ররাজি হাসি হাসি ফুটিল,
অপরূপবেশে ধরা পুনরায় শোভিল।

এই ত শরৎকাল পুনরায় আইল,
অভাগীর মন-আশা তথাপি না পূরিল।
সুন্দর শশাঙ্ক আজি করি দরশন,
শৈশবের কথা হৃদে হইল স্মরণ।

বহিল সুদীর্ঘ শ্বাস সে সব স্মরিয়া,
বহুদিন সুখস্বপ্ন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
নীরবেতে অশ্রুবিন্দু হইল পতন,
কিবা সুখে এ সংসারে রয়েছি এখন?

অভাগীর এ দুঃখের নাহি অবসান,
এ জীবনে আর সুখ পাব না কখন?
অকৃত্রিম স্নেহে পূর্ণ তাহার আনন,
এ জীবনে আর নাহি পাব দরশন।

প্রাসাদ উপরে বসি পুলকিত মনে,
বলিতাম কত কথা শুনিত যতনে।
মৃদু মৃদু সমীরণ নীরবে বহিয়া,
তাপিত জনের জ্বালা যাইত লইয়া।

পূর্ণিমার নিশাকালে বিমল গগনে
হাসিয়া উদিত বিধু তারকার সনে।
প্রীতি ভরে প্রতিবিম্ব চুম্বিত সরসী,
হেলি দুলি তার মাঝে খেলাইত শশী।

হেরিয়া সে সব শোভা জুড়াত নয়ন,
এ সব যাতনা হৃদে ছিল না তখন।
এখন আমার চক্ষে বিবদরশন,
কিছুতেই না জুড়ায় তাপিত জীবন।

কিছুতে বিদগ্ধ-মন হয় না শীতল,
যত ভাবি তত বাড়ে যাতনা কেবল,
অবিরত মনে পড়ে বিগত জীবন,
প্রাণের অধিক সেই পতির বদন।

যখন বিষাদ ভরে যেতাম সদনে,
হাসি মুখে সম্ভাষিত অতীব যতনে।
সকল মনের জ্বালা যাইত নিবিয়া,
সরল পবিত্র সেই মূরতি হেরিয়া।

প্রকৃতির নিয়মেতে চলিছে সংসার,
তিথি মাস ছয় ঋতু আর সাত বার।
নিরন্তর সুনিয়মে হ'তেছে চালিত,
আমার মনের আশা হল না পূরিত।

যদিও নির্দ্দয় নাথ হ'য়েছ এখন,
তথাপিও কাঁদিতেছি তোমার কারণ।
সতত জাগিছ তুমি অন্তরে আমার,
চিন্তার অনলে চিত্ত হ'তেছে অঙ্গার।

অভাগীর কথা মনে পড়ে কি এখন ?
কোমল অন্তর এবে পাষাণ মতন।
নিরাশ-সাগরে সুখ করি বিসর্জ্জন,
শৈশব-সঙ্গিনী নাথ হ'লে বিস্মরণ!

কিবা দোষে দোষী আমি নিকটে তোমার,
কেবল সহিছি নিত্য যাতনা অপার।
মোর তরে নেত্রবারি করিও মোচন,
এ সংসারে অভাগীর কে আছে আপন ?

যত দিন এ জগতে থাকিব বাঁচিয়া,
নিয়ত হৃদয়ে তুমি থাকিবে জাগিয়া।
স্মৃতির তুলিতে যাহা এঁকেছি অন্তরে,
সেই মূর্ত্তি চিরদিন রাখিব আদরে।

আর কেহ স্থান নাহি পাইবে সেথায়,
লভিব স্বর্গের সুখ হেরিলে তোমায়।
মুহূর্ত্তের তরে যদি পাই দরশন,
ভুলি এই নৈরাশ্যের অনন্ত-দাহন।

মনে রেখো অভাগীরে বিদায় এখন,
চিতানলে এযাতনা দিব বিসর্জ্জন।
আনন্দে ত্যজিব দেহ তোমায় স্মরিয়া,
পরকালে বিধি যদি দেন মিলাইয়া।

নেত্রবারি আর কেন হও রে পতন?
মোর তরে কেহ নাহি করিতে রোদন।
জীবনে নিরাশ এবে—প্রণয়ে হতাশ,
চঞ্চল জগতে মম কিবা আর আশ!!

সুখেতে কাটাও তুমি অমূল্য জীবন,
ঈশ্বর সদনে মম এই নিবেদন।
তোমার সুখের কথা করিলে শ্রবণ,
প্রফুল্ল হইবে মম সন্তাপিত মনঃ।
নীরবে জীবন-দীপ নিবিবে যখন,
তখন তোমার মুখ করিব দর্শন।

এই শেষ নিবেদন।

কি দেখিলাম !

কিবা দেখিলাম শোভা বর্ণিব কেমনে ?
সুনীল আঁকাশে হায়,
ঘন ছুটে ছুটে যায়,
মাখামাখি করিতেছে আমোদে মাতিয়া
হাসিছে বিজলী কিবা থাকিয়া থাকিয়া ।
তরলিত হাসি লতা ঝলসি নয়ন,
অচিরে অম্বর-কোলে
মিশাইছে কুতূহলে
অতুল রূপের জ্যোতিঃ করিয়া বিকাশ,
রূপালোকে হাসাইয়া ধরণী আকাশ ।
তরল মেঘের ছায়া ধূসর বরণ,
অপরূপ বেশ ধরি
শোভিছে গগনোপরি
মৃদু মৃদু গরজিছে জলধর হায়,
শীতলিয়ে ধরাতল অমৃত ধারায় ।
প্রকৃতি শান্তির বাস করেছে ধারণ ;
মৃদু মন্দ সমীরণ
দোলাইছে তরুগণ
পরস্পরে আলিঙ্গন করিছে আদরে,
কাঁপাইয়া শাখাচয় প্রণয়ের ভরে ।

প্রকৃতির দেখি এই রমণীয় বেশ,
.. ভুলিনু সংসার হায়,
হইনু পাগলপ্রায়;
উথলিল স্মৃতি-স্রোত ভরিল হৃদয়;
কত কথা স্বপ্নবৎ হইল উদয়।

কিবা দেখিলাম আমি বলিব কেমনে
চিন্তাজালে জড়িলাম
শূন্য মনে চাহিলাম,
সকল নিবিয়া গেল নয়নে আমার,
অজ্ঞাতে খুলিয়া গেল স্মৃতির দুয়ার।

মানস-নয়নে কত হেরিনু তখন
চিত্ত দরপণ খণ্ডে
প্রতিবিম্ব দণ্ডে দণ্ডে
কত যে নীরবে আসি, হ'ল অন্তর্ধান।
স্মৃতির মদিরা পানে মাতিল পরাণ।

উন্মত্ত অবশ মনে রহিনু চাহিয়া,
স্মৃতির তরঙ্গ চয়
আনন্দে ছুটিয়া বয়,
দেখিনু তাহার মাঝে নির্ম্মল-বদন;
হৃদয় যাহার মূর্ত্তি করে আরাধন।

সেই বদনের স্মৃতি শোণিতে পশিল,
ধমনীতে প্রবাহিল,
পরাণেতে মিশাইল,
চিনিলাম মুখ-শশী হাসিলাম হায়!
প্রীতিফুল্ল নয়নেতে দেখিনু তাহায়।

আমার জীবনে এই অমূল্য রতন,
বিস্তৃত ধরণী-তলে
তুলনা ত নাহি মিলে,
স্বর্গীয় প্রতিভাময় পবিত্র আনন,
যাহা নাহি মর্ত্ত্যভূমে করি দর্শন।

জীবনের সহচর অনন্য সহায়
সুখে দুঃখে সদা যারে
চাহে মন দেখিবারে,
সেই মূর্ত্তি যাহা আমি না পারি মুছিতে
স্মৃতিপট হ'তে, তাহা মিশিছে স্মৃতিতে।

হৃদয় খুলিয়া আমি সম্ভাষিনু তায়,
কতই আদর ক'রে
ডাকিলাম প্রীতি ভরে,
তরল স্নেহের কণ্ঠে সরল অন্তরে
স্নেহ মাখা সম্ভাষণ শুনিবার তরে।

বাতাসে মিশিয়া ধ্বনি উঠিল অম্বরে,
ভাবিনু উত্তর দিবে,
প্রেমভরে সম্ভাষিবে,
প্রতি দানে ভাল বাসা দিয়াছে যেমন
তুষিবে মধুর স্বরে আমায় এখন।

বিফল হইল আশা দিল না উত্তর,
নীরবে চাহিয়া হায়
যেন চিত্রার্পিত প্রায়,
তথাপি উন্মাদ আমি ডাকিনু আবার,
চমকিনু প্রতিধ্বনি শুনিয়া কথার।

আপনার স্বর শুনি কাঁপিনু আপনি,
ব্যগ্রভাবে কর হায়
প্রসারিনু দুরাশায়
ধরিতে মূরতিখানি অতি আকিঞ্চন,
হৃদয়ে ফিরিয়া এল শূন্য আলিঙ্গন।

কিবা দেখিলাম আমি বলিব কেমনে,
আশার মধুর স্বর
শুনিনু মধুরতর ;
মায়াবিনী আশা কণ্ঠে মোহিত হইয়া
আবার আকাশ পানে রহিনু চাহিয়া।

পবিত্র স্নেহের ওই মূরতি আমার
কেন বা নীরব হায়!
কেন মরীচিকা প্রায়!
কাছে আসি প্রীতি ভরে কর সম্ভাষণ,
প্রতি সম্ভাষণে দিব অমূল্য জীবন।

হায় আশালতা মম শুকাল অম্বরে,
কোথায় সে মুখশশী
এযে কৃষ্ণা পঞ্চদশী,
শূন্য প্রাণ, শূন্য মন, ব্যথিত অন্তর
পড়িনু মূর্চ্ছিত হ'য়ে ধরণী উপর।

কোমল স্নেহের করে কেবা পরশিয়া
জাগাইল সযতনে
সেই স্নেহ পরশনে,
হৃদয় যন্ত্রের তার বাজিল আবার,
ভস্ম মাঝে হ'ল পুনঃ অনল সঞ্চার।

কেন রে নির্জ্জীব মন সজীব হইল
পিপাসা পূরিত প্রাণ
করি বিন্দু বারি দান
জ্বালাও নিরাশানলে জীবন আমার,
এরূপে কাঁদাও তুমি কেন বার বার?

এ মর জীবনে আর পাবনা তোমায় ;
.. তবে কেন এত আশা,
অসীম এ ভাল বাসা
ভুলে যাও, ভুলি ; না না ভুলিব কেমনে,
থাকিব সংসারে এই দাব-দগ্ধ বনে।

ভুলিব কাহায় ? সেকি ভুলিবার ধন ?
সংসার সমুদ্র প্রায়
কত রত্ন শোভা পায়,
উজলিয়া বারিতল নির্ম্মল কিরণে ;
ক্ষণেক দেখিলে ধাঁদা লাগে দুনয়নে।

নেত্র-তৃপ্তি-কর শোভা তরল চঞ্চল ;
না জুড়ায় প্রাণ মম,
কেবল দৃষ্টির ভ্রম,
মুহূর্ত্তে দেখিলে ভ্রান্তি জনমে অন্তরে,
প্রেমের মূরতি তাহে মুছিতে না পারে।

বহিতে দুঃখের ভার কাতর হৃদয়,
নাহি আশা নাহি সুখ
তবে কেন সহি দুখ ;
ছাড়িতে সংসার আমি নহি ম্রিয়মাণ,
না পারি সহিতে এই অদৃশ্য তুফান।

অনন্ত সংসার ওই ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
বলিতেছে বার বার
কেন তৃষ্ণা দুরাশার
এরূপ কাঁদিতে হবে যাবৎ জীবন,
কেন আশা-মরীচিকা করিছ সৃজন?

অনন্ত দুঃখের নিশি সম্মুখে তোমার
জীবনে না পোহাইবে,
সুখ-ভানু না উদিবে,
না ফুটিবে ফুলচয় তোমার কাননে,
না গাইবে বিহঙ্গম মোহিয়া সুতানে।

তবে কেন? ভালবাস, আইস দুজনে,
ভুলিয়া শোকের জ্বালা
নিরাশ জীবন খেলা,
পরিহরি, সুখভরে ত্যজিলে জীবন
পাব নিত্য সুখ, পশি শান্তি নিকেতন।

ফুরাইবে জীবনের মর অভিনয়,
রহিব অনন্ত সুখে,
পরলোকে ফুল্লমুখে
ফুটিবে সুখের ফুল জীবন-উদ্যানে,
প্রেমের নন্দন বনে রব দুই জনে।

গাথিয়া প্রীতির হার পরম আদরে
পরাইব কণ্ঠদেশে
প্রেমানন্দে হেসে হেসে,
অতৃপ্ত নয়ন মম চুম্বিবে তোমায়।
আলিঙ্গিবে প্রীতিভরে আত্মায় অত্মায়।

প্রাণময় চিত্রখানি আকাশের পটে
আমি এই মর্ত্ত্যভূমে
মাতিয়া মোহের ঘুমে
কল্পনার নেত্রে তাহা করি দরশন
হাসিলাম কাঁদিলাম ব্যাকুলিত মন।

সহসা মিশায়ে গেল শূন্য সব হায়!
কোথা আমি, কোথা ছবি,
পূর্ব্বদিকে পুনঃ রবি
উদিল, ভাঙ্গিল স্বপ্ন জানিলাম সার।
কিবা দেখিলাম হায় সকলি আঁধার।

সেইত সকল।

হায় সেইত সকল,
পূর্ব্ব গৌরবের স্থল,
এইত ভারত ভূমি প্রিয় নিকেতন;
এই সেই পুণ্যস্থান শোভার সদন।
কেন রে আঁধারময়,
কেন অচেতনপ্রায়,
নাহি কেন রবি-কর ভারত-আগারে,
নির্জ্জীব ভারত কাঁদে দর দর ধারে।

সেই বাট, সেই মাঠ,
সেই সরোবর ঘাট,
সেই সমুদয় আজ করি দরশন,
তবে কেন দেখি সব বিষাদে মগন।
সেই রবি, সেই শশী,
সেই দিবা, সেই নিশি,
সকলি নিয়ম মত চলেছে তেমন,
কেন আর্য্য সুত সব মোহে অচেতন!

বহিতেছে সমীরণ,
ফুটিছে কুসুমগণ,
হাসিছে তারকা ওই সুনীল অম্বরে,
গাইছে বিহগকুল মোহিত অন্তরে।
চলিতেছে ভাগীরথী,
বহিছে যমুনা সতী,
মৃদু মৃদু কল কলে নিনাদ করিয়া,
উন্মাদিনী দুই বোন যৌবনে মাতিয়া।

হিমালয় বিন্ধ্যগিরি,
মস্তক উন্নত করি,
গগন পরশি গর্ব্বে আছে দাঁড়াইয়া,
ভারত গৌরব কেন গেলরে নিবিয়া?
আসিছে বসন্তকাল,
বিস্তারি রূপের জাল,
সকলিত রহিয়াছে পূর্ব্বের মতন,
শরতের শশী আসি হাসায় ভুবন।

তবে কেন নিদ্রাগত,
ভারতবাসীরা যত,
জাগে না কি পূর্ব্ব কথা কাহার অন্তরে,
না ছিঁড়িবে মোহ-পাশ জাগিয়া অচিরে?

জ্ঞান, মান, বীর্য্য, বল,
কোথায় সকল বল,
পিতা-পিতামহ-কীর্ত্তি ভুলিলে কেমনে,
কলঙ্ক-কালিমা কেন ঢালিলে জীবনে ?

নাহি শাস্ত্র-আলোচন,
কোথা ষড় দরশন,
অনন্ত কালের গ্রাসে গিয়াছে সকল,
ভগ্নপ্রায় রহিয়াছে গৌরব কেবল।
অযোধ্যা হস্তিনাপুরি,
ভগ্ন শিলা সারি সারি,
রহিয়াছ প'ড়ে আজ শোক নিদর্শন,
হায়! মানবের কীর্ত্তি নশ্বর এমন।

চাহি না দেখিতে আর,
সেই সব শোকাধার,
আজি যাহা দেখিতেছি ভারত ভবনে,
দেখিলে শোকের শেল বাজে এ জীবনে।
ভঙ্গ হ'ক কীর্ত্তিচয়,
একেবারে হ'ক ক্ষয়,
এক বিন্দু অশ্রু নাহি ঝরিবে কখন,
স্মৃতিসহ সমুদয় দিব বিসর্জ্জন।

ভুলে যাই সমুদায়,
.. নিষ্ফল স্বপন প্রায়,
গভীর তরঙ্গ তুলি তুমি ভাগীরথি,
ভারতের হৃত কীর্ত্তি নাশ স্রোতস্বতি!

সহে না এ সব জ্বালা,
এই ভগ্ন কীর্ত্তিমালা,
জাগাইতে পূর্ব্ব স্মৃতি বিষাদ-ভাণ্ডার,
ভারত হৃদয়ে যেন থাকে না গো আর,

এই সব নিরখিয়া,
ফাটিয়া যাইছে হিয়া,
তাই বলি সমুদয় হোক ভস্মময়,
পুড়িয়া ভারত-কীর্ত্তি হ'ক শীঘ্র ক্ষয়।
ওহে রবি শশী তারা,
তিমির-নাশক যারা,
ভারতে আসিয়া কর করো না বর্ষণ,
গভীর তিমির-জালে লুকাও কিরণ।

হৃতবীর্য্য হৃত-বল,
নির্জ্জীব পতঙ্গদল,
কাঁদিছে ভারত-মাতা বক্ষেতে লইয়া,
শত স্রোতে অশ্রুধারা যাইছে বহিয়া।

সহেনা সহেনা আর,
বিষাদের চিরাধার,
দেখিব না চক্ষু মেলি, কীৰ্ত্তি-নিদর্শন,
কালি যেন সকলই হয় রে স্বপন।

সরলা*।

বিংশতি বরষ প্রায় বিগত হইল,
প্রথমে হৃদয়াকাশ মেঘে আবরিল,
কেননা হইল ইহা শেষ শোক মম,—
সরলে আমার!

মানসিক তেজ ক্রমে নিবিল তোমার,
দিনে দিনে হেরিতেছি অতীব দুর্ব্বল,
মম দুঃখে আজি এই দুর্দ্দশা তোমার,
সরলে আমার।

তব প্রিয় দ্রব্যচয় মলিন এখন,
আমার কার্য্যেতে যাহা ছিল নিয়োজিত,
প'ড়ে আছে অনাদরে নাহি উজ্জ্বলতা,
সরলে আমার!

এখন আমার তরে পুলকিত মনে,
করিবারে সাধ তব মম প্রিয় কাজ,
নিস্তেজ লোচন তব নিষ্ফল বাসনা,
সরলে আমার!

* Translation from Cowper.

ভালরূপে সাধিয়াছ গৃহিণীর কাজ,
ললনা দুর্ল্লভ সেই শিল্প সমুদয়
সূত্র তন্ত্রে হৃদি-যন্ত্র বেঁধেছ আমার,
সরলে আমার!

অস্ফুট বচন ওই শুনিয়া তোমার,
স্বপনে ভাষিত শব্দ হয় অনুমান,
তবু মুগ্ধ হই আমি সতত তাহায়,
সরলে আমার!

মোহন কুন্তল-জাল মলিন এখন,
তাহাও উজ্জ্বল এবে আমার নিকট,
স্বর্ণময় প্রাতঃসূর্য্য দীপ্তরশ্মি হ'তে,
সরলে আমার!

সে কুন্তল, সে মূরতি না দেখিলে আর,
দেখিবার যোগ্য আর কি থাকিবে বল,
তরুণ অরুণে প্রীতি হবেনাক আর,
সরলে আমার!

অন্তিম-সূচক এবে ক্ষীণ হস্তদ্বয়,
ক্রমেতে শকতি-হীন হইয়াছে যাহা,
পরশিলে বিকম্পিত এখনও তাহা,
সরলে আমার!

বিকল অবশ অঙ্গ প্রতি পদক্ষেপে —
বিকম্পিত, অনাশ্রয়ে দুর্ব্বল অচল,
তবুও আমায় ভাল বাসিছ এখন,
সরলে আমার !

এ শেষ শয্যায় শুয়ে ভালবাস হায়,
অন্তিম রোগের জ্বালা নাহি অনুভব,
এখনো আমার নেত্রে আছ শোভাময়ী
সরলে আমার !

মুহূর্ত্তের সুখে তুমি হাসরে যখন,
দেখিয়া আমার দুঃখ সেই হাসি তব,
হেরিয়াছি অধরেতে যায় মিলাইয়া,
সরলে আমার !

গত জীবনের ছায়া আবার কখন,
পড়ে যদি ভবিষ্যৎ জীবনে আমার,
বিশুষ্ক হৃদয় তব যাবে ভগ্ন হ'য়ে,
সরলে আমার !

যুবরাজ।

শুভাগমন।

উঠ গো জননী ভারত দুঃখিনি
পোহাইল এবে বিষাদ যামিনী
প্রফুল্ল কিরণে হাসিছে মেদিনী
শুনি চারি দিকে আনন্দের ধ্বনি;
তুমি কেন দেবি বিষাদে রও?

মেলিয়া কমল নয়ন যুগল
বেণী বিনাইয়া বাঁধ গো কুন্তল
সুচারু বসন করি পরিধান
বরি গেহে লও মহিষী-নন্দন;
আদরে কুমারে কোলেতে লও।

পূর্ব্ব শোক মাতঃ ভুলো গো এখন
প্রফুল্ল বদনে কর সম্ভাষণ
আসিছে তোমাকে দিতে দরশন
ছাড়ি প্রিয়তম বন্ধু পরিজন;
অকুল জলধি হইয়া পার।

ভগিনীর স্নেহে দেহ আলিঙ্গন
মধুর আলাপে তোষ তাঁর মন
ক্রোড়েতে বসায়ে পরম যতনে
পূর্ব্ব ভাগ্য কথা কহ বরাননে;
শুনাও তাঁহাকে দুঃখ অপার

দেশ দেশ হ'তে নরপতি-বরে
ভেঁটিতে সকলে আসিছে আদরে
পরি হীরা মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন
কারু কার্য্য ময় বিচিত্র বসন
সাজিছে তাহারা বিবিধ সাজে।

অশ্ব গজ আদি করিয়া সজ্জিত
কুমার সমীপে হবে উপনীত
রাজ-ভক্তি সবে দেখাবে যতনে
ভারত-বাসিরা সকৃতজ্ঞ মনে
দাঁড়ায়ে অতুল সভার মাঝে।

শোভিছে অপূর্ব্ব বেশে সভাতল
ঝক্ মক্ জ্বলে হীরক সকল
অমর ভবন যেন রে এখন!
তারকা কিরণে শোভিত গগন
বিতরি বিমল কিরণঘটা।

নিশানাথে ঘেরি তারকা যেমন
উজলিত করি বিমল গগন
পক্ষান্তে আসিয়া দেয় দরশন
কি সুন্দর শোভা নয়ন-রঞ্জন
প্রকাশি অপূর্ব্ব কিরণ-ছটা।

তেমতি এসব নৃপতি-সমাজ
উজ্জ্বল কিরণে করিছে বিরাজ
করিবে বিস্তার গৌরব অপার
ভারত ভবনে আসিছে কুমার;
রাজভক্তি তারা দেখাবে সবে

নদ নদী বন নগর কানন
হইয়াছে আজি সুখেতে মগন
জয় জয় রবে ভারত পূরিছে
শুভ সমাচারে কম্পিত করিছে;
তাঁর আগমন আনন্দ উৎসবে

ত্যজি ধরাসন মেলিয়া নয়ন
ভারত জননী উঠিল তখন
মলিন বদন মলিন বরণ
আদরে কুমারে করি সম্ভাষণ
বলিল জননী গত জীবন

ভারত মাতা—
"দুঃখিনী ভারতে আসিলে কুমার
কি আছে তোমাকে দিতে উপহার?
কি দেখিবে এবে ভারত ভবনে?
সৌভাগ্য হ'য়েছে পূর্ব্ব জেতৃগণে
এবে অস্তমিত সুখ-তপন

আঁধার গৃহেতে করিছে বসতি
ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদি দিবা রাতি
ঘটিছে নিয়ত কতই দুর্গতি
দীপ্তিহীন মম সৌভাগ্যের জ্যোতিঃ;
নিবিছে সকল পূর্ব্ব গরিমা—

পূর্ব্বের সৌভাগ্য পূর্ব্বের গৌরব
কালের কবলে লুকায়েছে সব;
নাহি কোন চিহ্ন ভারত-আগারে
যাহা দেখাইব পরম আদরে;
হয়েছে মলিন সব মহিমা।

কি আর তোমাকে দেখাব এখন?
নাহি ভারতের নবরত্ন গণ
নাই ভারতের শাস্ত্র আলাপন
নাই ভারতের ধর্ম্ম আচরণ;
যা ছিল সকলি হরেছে কালে।

হত বীর্য্য বল নিস্তেজ সকল,
রিপু-পদাঘাতে হ'য়েছি বিকল
ল'য়েছে কাড়িয়া মাণিক্য রতন
কি দিয়া করিব দেহ সুশোভন;
সৌভাগ্য-দেউটী কে পুনঃ জ্বালে।

ভগ্ন রাজধানী আছে বিদ্যমান
অযোধ্যা, হস্তিনা বীরত্বনিধান
যেখানেতে আগে বীরসুতগণ
গৌরবে জীবন করেছে যাপন
চিহ্নমাত্র আছে ভগ্ন শিলায়।

নীরবেতে ধায় যমুনা কাবেরী
নীরবে বহিছে ব্রহ্মপুত্র-বারি
নীরবে কাঁদিছে জাহ্নবী সুন্দরী
অচেতন ভাবে আছে হিমগিরি
পুনঃ কি ইহারা জাগিবে হায়!

করেছে যবন এ সব দুর্গতি
নিবায়েছে মোর সৌভাগ্যের ভাতি
নাহি কিছু আর পূর্ব্ব নিদর্শন
দিবসেতে শিবা করিছে রোদন;
এ সব যাতনা সহেনা প্রাণে।

কাতরে ব্রিটিশ আশ্রয় লইয়া
অদ্যাপি রয়েছি জীবন ধরিয়া
অনেক অভাব হ'য়েছে দূরিত
ক্রমেতে ভারত হইবে উন্নত
জেতা পরাজিত পাল সমানে।

সমভাবে যদি করহে পালন
সুখেতে ভারত কাটাবে জীবন।
নহে অকৃতজ্ঞ মম পুত্রগণ
ভবিষ্যতে সুখী হবে হে রাজন্
অতুলিত রাজ্য ভুঞ্জিবে সুখে।

ব্রিটিশ যতনে মম পুত্রগণ
লভিতেছে বিদ্যা অমূল্য রতন
জীবন সঞ্চার হ'য়েছে ভাষার
হ'তেছে ইহাতে মহা উপকার;
জুড়ায় পরাণ উন্নতি দেখে।

তোমার কুশল করি হে মনন
আনন্দেতে কর ভারত দর্শন।
কি দিয়া তোমাকে করিব তোষণ?
হৃদয়ের স্নেহ কর হে গ্রহণ;
দুঃখিনী বলিয়া ক'র না ঘৃণা।

স্বদেশ ভবনে যাইবে যখন
আনন্দেতে করি মাতৃসন্দর্শন
পরিবার সনে সুখেতে মিলিয়া
অভাগীর কথা যেওনা ভুলিয়া,
দুঃখিনীর এই শেষ কামনা।

শোকের সাগরে আমারে রাখিয়া
যাও হে কুমার ইংলণ্ডে ফিরিয়া
সুখেতে কর হে জীবন যাপন
সুনিয়মে রাজ্য করিবে শাসন।
দীর্ঘজীবী হবে ভারতবরে।

ভুল না আমারে ভুল না কখন
অভাগী বলিয়া করিও স্মরণ
হৃদয়-দর্পণে মূরতি আঁকিয়া
রাখিব আদরে যতন করিয়া;
আর কবে ভ্রাতঃ আসিবে ফিরে* ।"

---

* সন ১২৮২ সালে সম্রাজ্ঞী-পুত্রের ভারতবর্ষে শুভাগমন উপলক্ষে।

বিশুষ্ক কমল।

প্রাণময়ী সরোজিনি নিশীথ নিদ্রায়—
স্বপনের সনে যবে মিশাইয়া গেলে,
কাঁদিলাম শূন্যমনে, জাগিলাম হায়,
সে ঘোর নিশীথে তুমি, কোথায় লুকালে ?

খুঁজিলাম এ সংসার তোমার কারণ
কত সহিলাম দুঃখ বলিব কাহায়,
কিন্তু নাহি পাইলাম আর দরশন,
সেই হ'তে শূন্যমনে কাঁদি নিরাশায়।

সেই সরলতাময় স্নেহের বদন,
সেই আধ, আধ, ভাষ স্বর্গীয় সঙ্গীত,
কেমনে ভুলিব আজ, জুড়াব জীবন,
কেবা আছে এই শোক করে নিবারিত ?

একটী নক্ষত্র চারু শূন্য নীলিমায়—
নিরখি গগন পানে, ছিলাম সংসারে,
অসময়ে কেন তাহা নিবিল রে হায়,
ঘন তিমিরেতে রাখি গেলে অভাগীরে।

জীবনের বিনিময়ে তোমায় এখন,—
পাই যদি, সুখে আজ করি পরিহার
চির শোকাধার এই অভাগ্য জীবন,
ভুলিয়ে সকল জ্বালা হেরিলে তোমায়।

জীবনসঙ্গিনী তুমি ছিলে রে আমার
তুষিতে স্নেহের কণ্ঠে ধরিয়া গলায়—
সোদর সোদরা স্নেহ সুখ এধরার,
জগতে এ রত্ন আর পাইব কোথায় ?

ভাসাইয়া তোমা ধনে কালের সাগরে,
ফিরিয়া আসিনু যবে পাষাণ হৃদয়,
পুনঃ প্রবেশিনু হায়, রহিনু সংসারে—
চির দিন তরে তোরে দিলাম বিদায়!

কত কাব্য ইতিহাস তোমার কারণ,
দেখিলাম, নাহি তবু পাইনু তোমায়,
স্মৃতির অমূল্য রত্ন তুমি রে এখন,
তব স্মৃতি এ জগতে অনন্য সহায়।

আশার মধুর কণ্ঠে মানব জীবন,
নিয়ত দেখিয়া থাকে সুখের স্বপন,
আমিও আশার মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া
ভাবি, পরকালে ঈশ দিবে মিলাইয়া।

কেন কাঁদি।

আনন্দ-আগার এ ভব-ভবন,
সুখে বিচরণ করে জীবগণ,
চারিদিক্ দেখি সুখেতে মগন;
হাসি হাসি দিন করিছে ক্ষেপণ
আমি নিরন্তর করিছি রোদন।

সুখের প্রভাত অরুণ উদয়,
মৃদুল কিরণে পৃথিবী হাসায়;
মধুর কণ্ঠেতে বিহঙ্গম গায়,
কর্ম্মক্ষেত্রে সব জীবগণ ধায়;
মম অশ্রুবারি মেদিনী ভিজায়।

সায়াহ্নে তপন অস্তাচলে যায়,
বিরাম লভিতে জীবগণ ধায়—
শ্রম দূর করে পশিয়া আলয়,
পরিজন হেরি প্রফুল্ল হৃদয়—
মম মন সুখী কিছুতে না হয়।

পূর্ণিমা তিথিতে সুনীল অম্বরে
শশাঙ্ক উঠিয়া গগন-মাঝারে,
সুস্নিগ্ধ প্রভায় হাসায় ধরারে,
চকোর পুলকে সুধা পান করে—
কেন কাঁদি আমি ব্যথিত অন্তরে?

শরতের শশী শোভিয়া গগন,
ধীরে ধীরে আসি উদিবে যখন,
অসংখ্য তারকা হীরক মতন—
দীপ্তিমান্ হবে সকল ভুবন,
সে শোভায় আমি করিব রোদন

চাঁদের আলোক পাইয়া তখন,
পুলকে পূরিবে কুমুদিনী মন,
হাসি হাসি মুখে করিবে বরণ,
আদরেতে শশী দিবে আলিঙ্গন,
হেরিয়া বিজনে কাঁদে মোর মন।

আইলে বসন্ত সাজিবে সুন্দর,
শোভিবে প্রকৃতি চিত্তমুগ্ধকর,
হবে তরু লতা অতি মনোহর—
কল কণ্ঠ স্বরে বিরহী কাতর,
মম অশ্রুজল রহিবে কেবল।

বরষাতে নদী জলে টল টল,
পূর্ণ যৌবনেতে করে ঢল ঢল,
সরল হৃদয় সতত চঞ্চল,
আদরে সমীর খেলায় কেবল;
তাহাতেও ঝরে নয়নযুগল।

কল কল রবে চলে তরঙ্গিণী—
সাগরে মিলিতে সদা উন্মাদিনী,
ছুটিছে পুলকে আপনার মনে,
নাচিয়া যাইছে সাগর দর্শনে,
কেন নেত্রনীরে ভাসে গণ্ডস্থল ?

যে দুঃখেতে কাঁদে অন্তর আমার ;
মনের যাতনা জুড়াবে না আর,
সব সুখ এবে দিয়া বিসর্জ্জন,
অশ্রুবারি মাত্র বিভব এখন ;
নীরবে নির্জ্জনে যাইবে জীবন।

একাকিনী * বসি নির্জ্জনে যখন,
স্বভাব-শোভায় না জুড়ায় মন,
বঙ্গের হীনতা করিয়া স্মরণ—
অন্ধকার হেরি সকল ভুবন,
অন্তর্যামী বিনা কে বুঝে মরম।

শান্তির কোমল কোলে করিয়া শয়ন,
সংসারের সব জ্বালা জুড়াব তখন,
শুকাইবে নেত্রজল, ভুলিব জীবন,
লভিব নির্ম্মল সুখ শান্তি-নিকেতন।

আমার কুসুম।

আমার কুসুম কিবা মনোহর!
মরি কি কোমল, কতই সুন্দর,
সুখের প্রভাতে যখন নয়ন
মেলিয়া পুলকে করি দরশন,
সুখস্রোতে মন ভরিয়া যায়

ক্ষুদ্রবনভূমি আমার হৃদয়,
প্রাণের কুসুম তাহে শোভাময়—
নয়ন ভরিয়া দেখি বার বার,
অনন্ত সৌন্দর্য্য কুসুম আমার,
অমরার ফুল ফুটেছে হায়

এমন কুসুম কোথায় মিলে না;
জগতে এ ফুল কোথায় ফুটে না;
চির শোভাময় সৌন্দর্য্য-আধার,
স্বর্গীয় পবিত্র কুসুম আমার—
নির্ম্মল সৌরভে দিক্ মোহিত

সমীরণ মৃদু সৌরভ মাখিয়া,
ছুটিছে পুলকে উন্মত্ত হইয়া,
যখন যেদিকে নয়ন ফিরাই,
কুসুমের শোভা দেখিবারে পাই—
সৌন্দর্য্যপ্রভায় পূরিত চিত

জীবন-কানন আদরে মোহিয়া,
ফুটিল কুসুম চিত উজলিয়া,
সরল, নির্ম্মল শৈশব জীবন,
দুঃখের কালিমা পড়েনি যখন
সময় যাইত সুখে নাচিয়া।

কুসুমের সনে গাঁথিয়া হৃদয়,
ভাবিনু জগৎ সুখের আলয়;
মুহূর্ত্ত পুলকে ভুলিনু আপন,
জাগ্রতে দেখিনু আশার স্বপন,
আশার সৌরভে ভরিল হিয়া।

আশাবলে হৃদি করিয়া বন্ধন,
সকল অসুখ করিনু হেলন,
জীবনের পথে চলিনু ভাসিয়া—
একটী কুসুম হেরিয়া হেরিয়া—
অতৃপ্ত বাসনা রহিল মনে।

নাহি তুলিলাম কুসুম সুন্দর,
নাহি গাঁথিলাম হার মনোহর।
ছুঁইতে তাহারে ব্যথা পাই মনে,
নখের আঘাত বাজে যদি প্রাণে,
কেবল আনন্দ হেরি নয়নে।

সুদূরে থাকিয়া হৃদয় ভরিয়া,
দেখিব নিয়ত পুলকে মাতিয়া
দেখিব দেখিব নয়নে নয়নে—
অনিমিষ নেত্র মোহিত জীবনে,
সে সুখ কপালে ঘটিল কই

দেখিতে দেখিতে পুষ্প মনোহর,
স্বপনের সুখ হইল অন্তর,
আজি এ জীবন শোকের আধার,
আঁধার হৃদয়, আঁধার সংসার,
এবে এ যাতনা কেমনে সই।

নববিকশিত কুসুম আমার,
কি ফুলেতে দিব তুলনা তাহার,
গেল যদি হায় বৃন্ত শূন্য করি,
কেন বাঁচে পুষ্পবিহীনা বল্লরী?
আজি এ সংসার শ্মশান প্রায়।

অদৃষ্ট-মেঘের আবর্ত্তন সনে,
কত অশ্রু ঝরে নীরবে নির্জ্জনে,
না হয় নির্ব্বাণ শোক-হুতাশন,
অভাগী বালার যাতনা ভীষণ,
কিবা সুখে আজি হাসিব হায়!

শুকাবে না অশ্রু জীবনে কখন,
হবে না সজীব মুমূর্ষু জীবন;
নাচিবে না মন সুখের হিল্লোলে,
জীবন কুসুম ফুটিবে না কালে,
এজীবনে দেখা পাবনা আর।

অনিত্য জগৎ ছাড়িব যখন,
পুনঃ কি আবার পাব দরশন?
জানি না কোথায় মিলিব কখন,
এ শোক যাতনা হব বিস্মরণ,
সে আশা আমার নাহিক আর।

অজানিত রাজ্যে পবিত্র উদ্যানে,
অভাগীর পুষ্প ফুটেছে যেখানে,
সে অনন্ত ধামে কে লইবে হায়?
শান্তি-জলে চিত কে আর জুড়ায়?
জগদীশ! তুমি দীন-সহায়।

সব ফুরাইল।

সব ফুরাইল,-আর,—
আঁধার জীবনাকাশে, নাহি চন্দ্র পরকাশে,
না ফুটে নক্ষত্ররাজি, শোভার আকর,
না জুড়ায় প্রাণ মন, নাহি করে বরিষণ—
শীতল কৌমুদীরাশি প্রাণ-মুগ্ধ-কর,—
আশা নিবিছে আমার।

বিষাদে কাতর প্রাণ,
সুখের উদ্যানময়, আশার কুসুমচয়,
ভেবেছিনু সময়েতে ফুটিবে যখন,
দশ দিক্ আমোদিয়া, সুসৌরভে বিমোহিয়া,
শোভাময় করিবেক জীবন-কানন,
তাহা কোথায় এখন?

অভাগ্য নিরাশ প্রাণ—
আশাময় তুলিকায়, চিত্রেছিনু সুখ হায়,
দেখিলাম ভবিষ্যৎ আশার নয়নে,
যেদিকে ফিরানু নেত্র, দেখিনু আশার চিত্র,
পূরিল ব্যথিত প্রাণ, আশার ছলনে,—
আজি সকলই স্বপন।

এ জীবন-অন্ধকারে—
দীর্ঘ জীবনের পথে, ভ্রমিনু আশার সাথে,
গড়িলাম, ভাঙ্গিলাম সুখের ভবন,
অকস্মাৎ ফুরাইল, সমুদয় নিবে গেল,
অনন্ত বিষাদ-জালে ঢাকিল জীবন,—
দুঃখ বলিব কাহারে ?

বাল হৃদয় সরল,—
আশার কুহকে ভুলি, ফুটাইনু সুখ-কলি,
কত উচ্চ আশাচয় জীবনে আমার,
শোভিত করিয়াছিল, আজি তাহা কোথা গেল ?
বাজে না জীবন-যন্ত্র ছিঁড়িয়াছে তার,
এবে নীরব সকল !

উঠিল দুঃখের ঝড়,—
অসীম বারিদ-রাশি, গ্রাসিল সুখের শশী,
নাহি জ্যোতিঃ. নাহি আলো, কি করি এখন ;
দুঃখ সনে যুঝিবারে, ক্ষুদ্র প্রাণ নাহি পারে,
সহিতে পারি না আর যাতনা ভীষণ,—
ভয়ে কম্পিত অন্তর।

ফাটিছে হৃদয় মন,
কত বা সহিব বল, বিষাদের তীব্রানল ;
নেত্রবারি আরবার হও রে পতন,

নিবে যাক্ অগ্নি হায়, শুষ্ক প্রাণ যাতনায়,
বিন্দুবারি শীতলিবে বিশুষ্ক জীবন—
এটী জগৎ-নিয়ম।

কেমনে এ সব সই,—
অশ্রুহীন দুঃখ হায়, হৃদয় পুড়িয়া যায়,
যেই শোকে অশ্রুবিন্দু ঝরে না কখন,
নহে সহনীয় যাহা, কেমনে সহিব তাহা,
জ্বলিতেছে দিবানিশি শোক-হুতাশন—
শান্তি রোদনেও কই ?

আঁধার সংসার হায় !
ভাসাইয়া আশা শত, ঝরে অশ্রু অবিরত,
সকলি বিষাদময় আমার জীবনে,—
যামিনীর শেষভাগে, আবার সকলি জাগে,
বিগত চিন্তার ঢেউ খেলে কেন মনে,
কাতর করি আমায় ?

কেন সুখ-স্বপ্ন আর !
ছাড়িয়া গিয়াছে আশা, নিবেছে হৃদয়-তৃষা,
যুঝিব না ভাগ্য সনে সুখের কারণ,
পাষাণে বাঁধিয়া মন, সব দুঃখ অগণন,
কালবশে আর যাহা হইবে ঘটন,—
দুঃখ অনন্ত অপার !!

বিধবা কামিনী।*

কভুতেই সুখ নাই তোমার হৃদয়ে,
বার মাস অসুখেতে যাইছে বহিয়ে।
অসুখেতে পরিপূর্ণ হয়েছে অবনি,
কোমল অন্তরে কীট পশেছে যখনি।

সুন্দর প্রকৃতি-শোভা আঁখি না জুড়ায়,
সুশীতল সমীরণে না জুড়ায় কায়।
সুখবোধ-বিহীন সে মানস তোমার,
দুঃসহ জীবন তব যাতনার ভার।

সুচারু প্রভাত কাল মানস-রঞ্জন,
মৃদু মৃদু বহিতেছে প্রাতঃ-সমীরণ।
বিহগেরা সুললিত স্বরে করে গান,
মধুর সঙ্গীত শুনে প্রীত মন প্রাণ।

তরুণ ভানুর রূপে উজ্জ্বল অবনী,
ধীরে ধীরে জীবগণ জাগিবে এখনি।
নিশির শিশির শোভে পড়িয়া পাতায়,
মুকুতার হার যেন প্রকৃতি-গলায়।

---

* শৈশবে রচিত।

মধ্যাহ্নেতে উগ্রমূর্ত্তি ধরিল তপন,
বিতরে সহস্র করে প্রখর কিরণ।
আতপ-তাপেতে তপ্ত জীবজন্তুগণ,
শীতল ছায়ার লাগি ব্যাকুলিত মন।

রয়েছে প্রকৃতি-দেবী প্রফুল্ল বদনে,
করিতেছে শ্রম জীব অশেষ যতনে।
শ্রম শেষে তাহাদের উপজিবে সুখ,
পরিবার-মুখ হেরি দূরে যাবে দুখ।

ক্রমে ক্রমে দিবাকর বিলীন হইল,
সন্ধ্যা আগমনে ভানু বিরাম লভিল।
পবিত্র ঈশ্বর নাম করিয়া কীর্ত্তন,
নিজ বাসে জীব যত পশিল তখন।

মলিন বসন পরি রজনী আইল,
দেখিতে দেখিতে ধরা আঁধার হইল।
হীরক সদৃশ যত তারকা সুন্দরী,
শোভিতেছে নীলাম্বর রূপে আলো করি।

সুধাকর সুধাকর করে বিকিরণ,
নিরমল রশ্মি-জালে আবৃত ভুবন।
চাঁদের কিরণ-সুধা পানের আশায়,
চকোর পুলক মনে শূন্য পথে ধায়।

সুখী নাহি হও বোন! এ সব শোভায়,
কিছুতে তোমার জ্বালা নাহিক জুড়ায়।
তোমার মনের দুঃখ সাগরের মত,
জগৎ-শোভায় হয় ঝটিকা প্রহত।

গভীর রজনী হায় নীরব এখন,
সন্তাপ নাশিতে নিদ্রা করিছে যতন।
বিরামের কোলে জীব রয়েছে নিদ্রিত,
কেবল তুমিই বোন! আছ জাগরিত।

মলিন বসন তব মলিন বদন,
মলিন রূপের আভা প্রভাহীন মন।
নাহিক সুখের আশা হৃদয়ে তোমার,
সরল মানস-ক্ষেত্র অনল-আধার।

বিফল বিলাপ বোন! বিফল রোদন,
ফিরে আর না পাইবে হৃদয়ের ধন।
পাষাণ হৃদয় যম দয়ামায়া-হীন,
নশ্বর মানবজাতি কালের অধীন।

বড়ই কঠিন সেই নির্দ্দয় শমন,
তোমার বিলাপে তার গলিবে না মন।
পোহাবে না নিশি তব, হইবে না দিন,
নীরবে জীবনতারা হইবে বিলীন।

স্বজাতির মনে দয়া নাহি জনমিবে,
তব দুঃখে কেহ নাহি কাতর হইবে।
সুবিধি কুবিধি তাঁরা বুঝে না বুঝিবে,
তোমার যাতনা আর কভু না ঘুচিবে।

সদা ভাব একমনে জগৎ-পিতায়,
বিরাম লভিবে বোন! যাঁহার কৃপায়।
তিনি পিতা দয়াময়, শান্তির কারণ,
নিয়ত স্নেহের সুধা করেন বর্ষণ।

বীরনারী।

(লক্ষ্মীবাই।)

রণাবেশে মত্ত সতী নাচিছে সমরে, রে
নাচিছে সমরে,
বিমুক্ত কুন্তলভার,
মুখে শব্দ মার মার,
তীক্ষ্ণ তরবার ওই শোভিতেছে করে, রে
শোভিতেছে করে।

খেলিছে বিদ্যুৎ-প্রায় ঝলসি নয়ন, রে
ঝলসি নয়ন,
অতুলিত রূপরাশি,
শরতের পৌর্ণমাসী,
রবি-ছবি পরকাশি করিতেছে রণ, রে
করিতেছে রণ।

বীরাঙ্গণা সাজে ঢাকা কোমল শরীর, রে
কোমল শরীর,
আরোহি তুরঙ্গোপরে,
ছুটিছে উৎসাহ ভরে,
রণপিপাসায় সতী হইয়া অধীর, রে
হইয়া অধীর।

জ

উন্মত্ত সেনার পানে বারেক চাহিয়া, রে
বারেক চাহিয়া,
তুরঙ্গম আকর্ষিয়া,
চারি দিক্ নিরখিয়া,
বলিতে লাগিল বামা উৎসাহে মাতিয়া, রে
উৎসাহে মাতিয়া।

ওরে ওরে বীরগণ স্বদেশের তরে, রে
স্বদেশের তরে,
জীবন করিয়া দান,
রাখ রাখ রাখ মান,
সঁপিওনা রাজ্য মম বিজাতীয় করে, রে
বিজাতীয় করে।

সোণার ঝান্সী মম আদরের ধন, রে
আদরের ধন,
প্রকৃতির অধিবাস,
বসন্তের চিরবাস,
শত্রু-কর-কবলিত হ'য়েছে এখন, রে
হ'য়েছে এখন।

বিজাতীয় অপমান কেমনে সহিব, রে
কেমনে সহিব,
সহিতে পারি না আর,
ভয়ঙ্কর অবিচার,
প্রতিহিংসা-অগ্নি আজ শোণিতে নিবাব, রে
শোণিতে নিবাব।

যুঝিব শত্রুর সনে প্রাণ পণ করি, রে
প্রাণ পণ করি,
করি শত্রু-রক্ত পান,
রাখিব জাতীয় মান,
সম্মুখ সমরে আজ বিনাশিব অরি, রে
বিনাশিব অরি।

এই দেখ তরবারি লইয়াছি করে, রে
লইয়াছি করে,
শত্রুর শোণিত দিয়া,
এই অসি সুরঞ্জিয়া,
তবেত ফিরিব পুনঃ আপনার ঘরে, রে
আপনার ঘরে।

নতুবা সমরে প্রাণ করিব অর্পণ, রে
করিব অর্পণ,
যাইব ত্রিদিবে চলি,
শুচি ক'রে রণস্থলী,
পবিত্র নির্ম্মল সুখে জুড়াব জীবন, রে
জুড়াব জীবন।

হও অগ্রসর সবে, হও অগ্রসর, রে
হও অগ্রসর,
লও লও তরবারি,
নাশরে নাশরে অরি,
আপন গৌরব স্মরি কর রে সমর, রে
কর রে সমর।

বিজাতি-গৌরব-রবি যাবে অস্তাচলে, রে
যাবে অস্তাচলে,
উঠিবে ঝান্সী-রবি,
দেখিব সুখের ছবি,
নাচিবে ঝান্সী পুনঃ আনন্দ-হিল্লোলে, রে
আনন্দ-হিল্লোলে।

ছলে বলে রাজ্যধন ল'য়েছে কাড়িয়া, রে
ল'য়েছে কাড়িয়া,
কলঙ্কী কপট জাতি,
প্রতারণা-জাল পাতি,
আমাকে রাখিছে হায় পুতুল করিয়া, রে
পুতুল করিয়া।

রমণীর প্রতিহিংসা দেখাব কেমন, রে
দেখাব কেমন,
এই হস্তে বিনাশিব,
রক্তে রাজ্য ভাসাইব,
আর নাহি কর দিবে বিজাতি-তপন, রে
বিজাতি তপন।

এতেক বলিয়া সতী উন্মাদিনী প্রায়, রে
উন্মাদিনী প্রায়,
ছুটিল প্রবল বেগে,
যেন বিদ্যুতের যোগে,
ইঙ্গিতে আদেশ বামা করিল সবায়, রে
করিল সবায়।

চলিল উৎসাহে মাতি সেনানী সকল, রে
সেনানী সকল,
বাঁধিল তুমুল রণ,
কাঁপিল পর্ব্বত বন,
অস্ত্রের ঝন্‌ন শব্দে কাঁপিল ভূতল, রে
কাঁপিল ভূতল।

তুরঙ্গের পদধ্বনি সমর-বাজনা, রে
সমর-বাজনা,
কামানের ধূম-রাশি,
দিবায় করিল নিশি,
সমরতরঙ্গে ওই ভাসে বীরাঙ্গণা, রে
ভাসে বীরাঙ্গণা।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য সবে সমরে বিহ্বল, রে
সমরে বিহ্বল,
বিজাতীয় সৈন্য দল,
ছাইল সকল স্থল,
মুহূর্ত্তে জ্বালিল হায় সমর-অনল, রে
সমর-অনল।

সম্মুখে যাহারে পায় করে শত খান, রে
করে শত খান,
বহিল রক্তের স্রোতঃ,
ডুবিল সুখের পোত,
স্বদেশ রক্ষার তরে করি প্রাণ দান, রে
করি প্রাণ দান।

অনন্ত নিদ্রার কোলে লইল আশ্রয়, রে
লইল আশ্রয়,
স্বদেশের হিতে প্রাণ,
আনন্দে করিয়া দান,
একে একে ধরাশায়ী অনন্ত নিদ্রায়, রে
অনন্ত নিদ্রায়।

প্রসারিয়া স্নেহে কোল ধরণী তখন, রে
ধরণী তখন,
লইল আদরে তুলি,
স্নেহের পুতুল গুলি,
হৃদয়ে লইয়া কত করিল যতন, রে
করিল যতন।

অটল সাহসে মন করিয়া বন্ধন, রে
করিয়া বন্ধন,
নাচে একাকিনী বামা,
চঞ্চল দামিনী সমা,
প্রতিবিম্বে হাসাইয়া সমর-প্রাঙ্গণ, রে
সমর-প্রাঙ্গণ।

উন্মাদিনী শত্রু-রক্তে শোভিছে সুন্দর, রে
শোভিছে সুন্দর,
পদে দলে শত্রু-শির,
তথাপি গম্ভীর ধীর,
পাষাণে বেঁধেছে সতী কোমল অন্তর, রে
কোমল অন্তর।

তীব্ররণ-মাদকত্বে উন্মত্ত পরাণ, রে
উন্মত্ত পরাণ,
ক্ষণেক হুঙ্কার দিয়া,
দশ দিক্ কাঁপাইয়া,
একাকিনী রাখি সেনা করিতেছে রণ, রে
করিতেছে রণ।

উৎসাহে মাতিয়া সতী করিছে সমর, রে
করিছে সমর,
আর কত একাকিনী,
রাখিতে পারে কামিনী,
ক্রমে ক্রমে অস্ত্রাঘাতে ক্লান্ত কলেবর, রে
ক্লান্ত কলেবর।

পড়িল মূর্চ্ছিতা হ'য়ে রণভূমিতলে, রে
রণভূমিতলে,
অতুল রূপের ভার,
যেন বিদ্যুতের হার,
গগন হইতে খসি পড়িল ভূতলে, রে
পড়িল ভূতলে।

ঝান্সীর সুখশশী হ'ল অস্তমিত, রে
হ'ল অস্তমিত,
আর কি উদিবে হায়,
শুনিব কি পুনরায়,
"না দিব আমার ঝান্সী" সে ভাষা গর্ব্বিত, রে
সে ভাষা গর্ব্বিত।

দেশ-হিতে প্রাণ দিয়া পুলক হৃদয়ে, রে
পুলক হৃদয়ে,
স্বর্গধামে গেল চলি,
গৌরবের দীপ জ্বালি,
জগতে কীর্ত্তির ধ্বজা স্থাপিত করিয়ে, রে
স্থাপিত করিয়ে।

আর্য্যের সমাধি গৃহে-হ'ক্ প্রতিধ্বনি, রে
হ'ক্ প্রতিধ্বনি,
ভারতের ইতিহাসে,
যেন সেই ধ্বনি ভাসে,
"না দিব আমার ঝান্সী" সুধন্য রমণী, রে
সুধন্য রমণী।

বিগত স্মৃতির গর্ব্ভে দেখ একবার, রে
দেখ একবার,
জীবন্ত তপন কত,
কালেতে হইল হত,
সেই স্থান পূর্ণ কিরে হইবেক আর, রে
হইবেক আর।

দুর্ব্বল লেখনী এই বর্ণিবে কেমনে, রে
বর্ণিবে কেমনে,
ইচ্ছা করে তুলিকায়,
চিত্রি সেই অবলায়,
সেই মূর্ত্তি দেখি সদা মানস-নয়নে, রে
মানস নয়নে,

সেই পুণ্য দিন আমি করিব স্মরণ, রে
করিব স্মরণ,
জাগ্রতে নিদ্রার ঘোরে,
সতত রবে অন্তরে,
সংসারেতে যত কাল রহিবে জীবন, রে
রহিবে জীবন।

ভারতের লক্ষ্মী রাণী জীবন্ত গৌরব, রে
জীবন্ত গৌরব।
রমণীর অলঙ্কার,
বীরের হৃদয় - হার,
ভারতবাসীর এক অতুল বিভব, রে
অতুল বিভব।

স্বদেশ হইতে বিদায়।

(নিশীথ সময়ে পরাধীন যুবক।)

বিভাবরি !
প্রভাত হ'ওনা আজ, মিনতি আমার ;
হাসিমাখা শশধর
কিবা শোভা মনোহর
সাজিয়াছ নিশীথিনি ! তারকা-মালায়,
রত্নময় হার ধনি, পরেছ গলায়।

আপনার রূপে তুমি আপনি বিহ্বল,
চরাচর হাসাইয়া
জ্যোতির্ম্মালা ছড়াইয়া
মৃদুভাবে সুধাকর সুধা দান করে,
নির্ম্মলবদনা সতি ! হাস প্রেম ভরে।

অয়ি নিশি ! থাক থাক যেওনা চলিয়া ;
দেখ সতি ! প্রেমভরে
প্রেমময় সুধাকরে
নিরখিয়া কুমুদিনী প্রফুল্ল-হৃদয়
প্রীতিভরে সম্ভাষিছে জীবন-সখায়।

তবে কেন তুমি, সখি, প্রভাত হইবে?
নিদ্রা-কোলে জীবগণ
সব ভুলে অচেতন
সকলি নীরব এবে, নীরব প্রকৃতি
আনন্দেতে নিদ্রা যায় স্তব্ধ বসুমতী।

বিষাদে কাঁদিছে প্রাণ আজি গো আমার,—
অভাগার নেত্রবারি
অবিরত ঝরি ঝরি
সিক্ত বক্ষঃ, শূন্য মন, ফাটিছে অন্তর,
ছাড়িতে স্বজনবাস হ'য়েছি কাতর।

কেমনে যাইব ছাড়ি সুখের ভবন,
ভাবিয়া ব্যাকুল মন,
অন্ধকার এ জীবন—
কিছু নাহি দেখি আজি সকলি আঁধার
হুহু ক'রে পুড়িতেছে অন্তর আমার।

প্রিয়তম জন্মভূমি ছাড়িব কেমনে?
স্নেহময় পরিবার,
সর্ব্বস্ব এ অভাগার,
অনন্ত স্নেহের চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া
সুখের স্বপন দেখি, জাগ্রত হইয়া।

রজনি, ধরিগো পায়, দয়া কর সতি!
তুমি আজ পোহাইলে,
যাইব বিদেশে চলে,
দাসত্ব - শৃঙ্খলে পুনঃ হইব সংযত্ত;
কত দুঃখ, কত জ্বালা, সহিব সতত।

বিরহেতে শোকাতুরা সঙ্গিনী আমার,
সংসারে সহিছে কত
অভাগিনী অবিরত;
নেত্রবারি নেত্রকোণে নীরবে শুকায়,
অশ্রুসিক্ত মুখ পানে কেহ নাহি চায়।

ক্লান্ত নেত্রে অশ্রুবারি করি বরষণ,
অভাগার মুখ চেয়ে
যায় সব পাসরিয়ে,
এ দীর্ঘ বিরহ বালা সহিতে নারিবে,
অকালে লতিকা মম শুকাইয়ে যাবে।

অজানিত ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়,
নিদারুণ দরিদ্রতা
তাহাতে বিরহ-ব্যথা,
কম্পিত কাতর প্রাণ, কি করি উপায়?
চলিলাম প্রাণময়ি! ছাড়িয়া তোমায়।

তাই নিশি, তব কাছে বলি সরোদনে
ক্ষণেক দাঁড়াও হায়,
বাঁচাও গো অভাগায়,
তুমি নাহি প্রভাতিলে রহিবে জীবন,
বিরহ-ভুজঙ্গ নাহি করিবে দংশন।

পতি, পত্নী, এক বৃন্তে রহিব ফুটিয়া,
সমীরণ নাচাইবে,
অঙ্গে অঙ্গে মিশাইবে,
শুনাইবে কাণে কাণে প্রণয় সঙ্গীত,
উভয়ে উভয়প্রেমে হইব মোহিত।

জীবন-কানন মম উজলিত করি,
ফুটিবেরে আশা কত,
ওই তারকার মত,
প্রাণের প্রতিমা মম করি দরশন,
ভুলে যাব দরিদ্রতা অধীন-জীবন।

থাক তুমি নিশীথিনি! আমার মিনতি,
হেরিব কুসুম ঘন,
প্রাণের অধিক ধন,
এ জগতে আর কিছু করি না কামনা,
পোহাওনা নিশি, তাই করি এ প্রার্থনা।

জীবনের কত আশা গিয়াছে ভাসিয়া,
শুষ্ক কণ্ঠে, দগ্ধ প্রাণে,
চাহিয়া বালক পানে,
ভবিষ্যৎ দেখি পুনঃ সুখের নয়নে,
কত আশা অভিলাষ করি মনে মনে।

জীবনের আশা ওই প্রাণের কুমার,
বক্ষেতে লইয়া কত,
জুড়াই যাতনা শত,
সংসারের এক মাত্র অমূল্য রতন,
দরিদ্র জীবনে ওই কুবেরের ধন।

আজি—
অভাগার প্রতি দয়া কর নিশীথিনি!
প্রভাতিলে তুমি, ধরা
হইবে আনন্দে ভরা,
কিন্তু হবে বিষাদিত অন্তর আমার,
পোহাওনা এ হৃদয় করি অন্ধকার।

একটি নক্ষত্র।

(গভীর নিশীথে লিখিত।)

গভীর নিশীথ কাল নিস্তব্ধ, আঁধার,
শান্তি কোলে বিশ্রামিছে চঞ্চল সংসার,
মানব নিস্বন এবে,
বহে না পবন দেবে,
নৈশ নির্জ্জনতা মরি মধুর কেমন,
সুখী দুঃখী সকলেই নিদ্রায় মগন।

আমিও বিশ্রাম লাগি শান্তির কারণে,
ধীরপদে ক্লান্তমনে যাইনু শয়নে।
এক মাত্র সহচর,
এ জগতে সুখকর,
জীবন-বান্ধব প্রিয় পুস্তক আমার,
অচল হৃদয়ে এবে করি পরিহার!

শান্তির শয্যায় পশি বিশ্রাম আশায়,
রহিলাম এক মনে, কিন্তু রে আমায়,
কেবা করে শান্তি দান,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
একটি মুহূর্ত্ত নিদ্রা নয়নে আমার
আসিল না ভুলাইতে শোকের সংসার।

বিষাদের শত চিন্তা—আঁধারি অন্তর,
ব্যথিত করিল হিয়া হইনু কাতর;
সুখময় আশা শত,
ছিল রে শৈশবে কত,
আজি যাহা নিরাশার গভীর আঁধারে,
নিমগন করিয়াছি সুখের সংসারে।

সে সব বিষাদ, চিন্তা, একে একে হায়,
করিল হৃদয় মম পাগলের প্রায়;
বিশ্রামের শয্যা মম,
হইল কণ্টক সম,
অজানিত অশ্রুনীরে তিতিল বসন,
দুঃখের শতেক বিন্দু হইল পতন।

অসহ্য হইল শয্যা, ত্যজিয়া শয়ন,
উঠিলাম ধীরে ধীরে কম্পিত চরণ;
ছাড়ি কক্ষ অন্য মনে,
বাহিরিনু সেই ক্ষণে,
অনন্ত গগন তলে আশ্রয় লইয়া,
বসিলাম ধরাতলে চিন্তায় জড়িয়া।

গম্ভীর নিশীথ শোভা শান্তির দর্শন,
ধীরে দূরে ঈশ স্তব করে তরুগণ;
পাপিয়া মধুর স্বরে,
মনঃ প্রাণ মুগ্ধ করে,
নৈশ বসুধার অঙ্গে সঙ্গীত ঢালিয়া ;—
প্রকৃতি মুদ্রিত আঁখি সে সুখে গলিয়া।।

নিশার মৃদুল বায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
বহিতে লাগিল অঙ্গ শীতল করিয়া,
কাতর চঞ্চল আঁখি,
নীলাম্বরে স্থির রাখি,
নিশীথ - নক্ষত্র- শোভা করি দরশন,
বিষাদের চিন্তা কিছু ভুলিনু তখন।

স্বর্গীয় কুসুমরাজি নক্ষত্র নিকর,
ফুটেছে গগন ভালে শোভার আকর;
কি সুন্দর মরি মরি,
নেত্র মন তৃপ্তি করি,
কে তোমরা নিশাকালে অনন্ত গগনে
নিত্য রে ফুটিয়া থাক, কাহার কারণে ?

বাল্য হতে তোমা সবে নিত্য নিশাকালে
দেখেছি একই ভাবে গগনের ভালে ;
কে তোমরা কহ মোরে
কেন রে নিশার ঘোরে,
গৌরবে আকাশে থাকি সৌন্দর্য্য ছড়াও,
তীব্র রবি প্রকাশিলে আবার লুকাও।

কদাচিৎ কবিকণ্ঠে হয়ে উচ্চারিত
ধার্ম্মিকের আত্মা বলি হয়েছে বর্ণিত,
তোমাদের অঙ্গনিভা
পুণ্যের বিমল বিভা,
অনন্ত আকাশে থাকি, অনন্ত জীবন.
লভিয়াছ পুণ্যধাম অমর ভবন।

কেহ বলে প্রণয়ীর পবিত্র জীবন,
যে প্রণয় সংসারেতে অমূল্য রতন,
নীল নভ আলো করি,
পবিত্র প্রণয় স্মরি,
শূন্য নীলাম্বরে আছ গৌরবের ভরে,
লভেছ অমর আত্মা চির দিন তরে,

কবির কল্পনা জ্ঞানে নহ আবিষ্কৃত,—
তাদের মধুর চিন্তা মানস কল্পিত ;
কে তোমরা কহ মোরে,
শুনিব হৃদয় ভোরে,
নিত্য আসি নিশাকালে বসিয়া এখানে,
ভুলিব সকল দুঃখ মানব জীবনে।

আজি রে নক্ষত্রগণ তোমাদের মুখে,
কে তোমরা, শুনিব গো প্রাণ পূর্ণ সুখে,
সুধাকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া,
শত ধারে বিবরিয়া,
শিশির আকারে ঢাল শ্রবণে আমার,
তোমাদের জীবনের কাহিনী অপার।

কি পুণ্য করিলে বল মানব জীবনে,
পরলোকে থাকিব গো তোমাদের সনে,
স্বর্গের বিশাল ভালে
ফুটিয়া নিশীথ কালে,
অনন্ত জ্যোতির পুঞ্জ, অনন্ত জীবন
লভিয়া, ঈশ্বর গুণ করিব কীর্ত্তন।

জিজ্ঞাসি নক্ষত্রগণ বিনীত অন্তরে,
রহিবে কি দুঃখ মম চিরদিন তরে?
আনন্দ হিল্লোলে ধীরে
নাচিবে না কভু কিরে;
এ ভগ্ন মানস, হায় জীবনে কখন,
নিরাশায় সুখ আশা করিয়া সৃজন।

কেন বা নীরব নিশা নৈরাশ্য আনিয়া—
ঢালে নিত্য মম প্রাণে এমন করিয়া?
শোক দুঃখে মৃত প্রায়—
সংসার ছাড়িয়া হায়,
যাই যদি পর্ব্বতের নিভৃত গুহায়
সেখানেও যাবে নিশি দহিতে আমায়।

কোথা গেলে শান্তি পাব বল না আমায়?
দেবের জীবন সব আকাশের গায়
তোমরা নক্ষত্রগণ,—
তাই রে খুলিয়া মন,
বলিছি নীরব-দুঃখ নিশীথ আঁধারে,
শুনিছ তোমরা বসি শূন্য-পারাবারে।

সংসারে হৃদয় নাই, বলিব কাহায় ?
সুখের জগৎ আজ মরুভূমি প্রায়,
যখন দুঃখের ভরে,
হৃদয় আঁধার করে,
অসুখের এক বিন্দু প্রকাশ করি না,
নীরবে নিয়ত সই হৃদয়-বেদনা।

কেন এ দুঃখের প্রাণ করিয়া বহন,
সংসার অরণ্যে সদা করিছি ভ্রমণ,
কিছু নাই কার তরে,
থাকি গো এমন করে,
জিজ্ঞাসিতে পার, বলি, আশার স্বপন—
সত্য কি স্বপন ? না, না ; কল্পনা-সৃজন।

অসংখ্য নক্ষত্রগণ, তোমরা যেমন,
সৃষ্টির গৌরব নিত্য কর বিকিরণ ;
সুদূর অম্বরে রহি,
সুখেতে ভাসাও মহী,
নিস্তব্ধ প্রকৃতি থাকে নিত্য রে চাহিয়া—
তোমাদের জীবনেতে জীবন ঢালিয়া—

সুখদ নক্ষত্র এক জীবনে তেমন—
আছে রে নির্ম্মল ভাবে ফুটি সর্ব্বক্ষণ,
সংসারে স্বপন সম,
সে সুখ-নক্ষত্র মম,
দীপ্তিমান রহিয়াছে ভাগ্যের অম্বরে,—
সহিছি অনন্ত দুঃখ হেরিয়া তাহারে।

প্রাণের নক্ষত্র ওই জীবন-আলোক—
যাহা দেখি ভুলিয়াছি চির দুঃখ শোক;
তার পানে দৃষ্টি রাখি,
আমি রে সংসারে থাকি,
যেই স্নিগ্ধ প্রীতি-কর করে বরিষণ,
তাহাতে জুড়াই নিত্য তাপিত জীবন।

সুদূর গগনে থাকি বরষে কিরণ,—
সে আলোকে আলোকিত অভাগ্য জীবন,
সদা মনে ইচ্ছা এই,
যেন রে দেখিতে পাই,
অন্তিমের দিনে স্নেহকিরণ তাহার,—
"মৃত্যুতে অমৃত" আনি করিবে সঞ্চার।

কি বলেছি, কেন বলি জাগিয়া স্বপন ;—
শূন্য হৃদয়ের এই প্রলাপ - বচন ;
নিশীথ - অম্বর - তলে,
বসিয়া ধরণী-কোলে,
আশার ছলনা সব, নিশীথ-প্রলাপ,
দুঃখময় জীবনের চঞ্চল - বিলাপ।

উন্মাদিনী চিন্তা তুমি কি করিলে মোরে ?
কেন রে পাগল আজি করিলে আমারে ?
অস্থির হৃদয় ভাব—
চিন্তাময় সুখ সব,
ঘটে নাই, ঘটিবে না, জীবনে আমার,
কল্পনার প্রতারণা শুনিব না আর।

বিদায় নক্ষত্রগণ ! পুনঃ ঘরে যাই,
নিশীথ জীবনে যেন শান্তি সদা পাই,
একটি নক্ষত্র মম
উজ্জ্বল শশাঙ্ক সম,
উজলিয়া রহে যেন ভাগ্যের অম্বরে,
যাই ঘরে নিশীথিনি ! আজিকার তরে।

শারদা সুন্দরী।

মনের যাতনা হ'য়ে বিস্মরণ,
পুলকে মাতিয়া করহে বরণ,—
এক বর্ষ পরে বঙ্গবাসিগণ!
বরি' মহামায়া জুড়াও জীবন।

এস, মা অভয়ে, অভয়দায়িনি,
ভক্তিভরে তোমা পূজিব জননি!
তুমি মহাশক্তি কলুষনাশিনী,
দুর্ব্বলের হৃদে বলপ্রদায়িনী।

মহাশক্তি রূপে দাঁড়াও সম্মুখে,
হৃদয়-শোণিতে পূজিব গো সুখে;
তব আগমনে বঙ্গের ভিতর
খেলিছে সুখের লহরী সুন্দর।

আনন্দে মগন বঙ্গবাসিগণ—
যাবতীয় দুঃখ ভুলেছে এখন;
পূর্ণিত উৎসাহে দুর্ব্বল জীবন,
শুষ্ক নহে—যেন বরিষা-প্লাবন।

শোভিত করিয়া সুনীল গগন,
উঠিছে শশাঙ্ক নয়ন-রঞ্জন,
হাসিছে মেদিনী, হাসিছে গগন,
হাসিছে তারকা প্রফুল্ল-বদন।

আলোকমালায় সজ্জিত ভবন,
প্রতি ঘরে ঘরে বাজিছে বাদন,
মধুর সঙ্গীত পূরিয়া গগন,
নৈশ সমীরণ করিছে বহন।

বাজার, বিপণি, অপূর্ব্ব শোভায়
সজ্জিত করেছে বিক্রয় আশায়,
ধনী কি দরিদ্র সকলি এখন,
কিনিছে পুলকে বসন ভূষণ।

যতেক প্রবাসী মনের উল্লাসে,
বহুদিন পরে ফিরিছে স্বদেশে,
জনম-ভবন সুখের আবাসে,
উপনীত হবে স্বজন-সকাশে।

হাসি হাসি মুখে বন্ধুগণ সনে,
সময় কাটাবে সাধু আলাপনে,
বৎসরেক পরে হেরিয়া নয়নে,
শান্তি সুধারস প্রদানিবে মনে।

আদরের ধন প্রাণের নন্দন,
হৃদয়ে লইয়া করিবে চুম্বন,
জুড়াইবে শুষ্ক তৃষিত জীবন,
হেরি বালকের পবিত্র আনন।

প্রণয়িনী-পাশে হরিষে বসিয়া,
সকল অসুখ যাইবে ভুলিয়া,
প্রেমপূর্ণ বাণী শ্রবণে শুনিয়া,
আনন্দ-তরঙ্গ উঠিবে নাচিয়া।

তিন দিন পরে সকলি আঁধার,
উঠিবে আবার সেই হাহাকার;
জাহ্নবী-হৃদয়ে করি বিসর্জ্জন,
প্রাণের প্রতিমা—বাঙ্গালী-জীবন।

তিন দিন তরে কেন এ সকল,
মুহূর্ত্ত সুখেতে কেন গো বিহ্বল;
এই মলিনতা চিরদিন তরে,
এই অশ্রুবারি অনিবার ঝরে।

তাই বলি ভাই সকলে মিলিয়া,
সবল অন্তর লহ রে মাঙ্গিয়া,
মহাশক্তি পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
শিথিল হৃদয় উৎসাহে বাঁধিয়া।

সাধ মহামন্ত্র ভারত-উন্নতি,
শক্তি আরাধনে ঘুচিবে দুর্মতি,
কঠোর সাধনে শারদা সুন্দরী,
অবশ্য নাশিবে উন্নতির অরি।

একতার হার গাঁথি প্রীতি ভরে,
পর কণ্ঠে সবে গৌরবের তরে,
নব জীবনেতে করিয়া প্রবেশ,
নাশরে জাতীয় দুর্গতি অশেষ।

মাতৃভুমি মুখ হইবে উজ্জ্বল,
উদিবে সৌভাগ্য-তপন নির্ম্মল,
বিমল কিরণে ভারত হাসিবে,
পূজ্য আর্য্য নাম সজীব হইবে।

ভারতে অনন্ত চিতাগ্নি নিবিবে,
বিশ কোটী জীব জীবন লভিবে,
যদি ভ্রাতৃগণ করহে যতন,
জাতীয় বিদ্বেষ হইবে মোচন।

এক বর্ষ পরে তিন দিন সবে,
অনন্ত যাতনা ভুলিলে কি হবে?
মায়ের যাতনা করিতে মোচন,
শরতে শারদা কর রে পূজন।

অভাগী মাতার দুঃখের রজনী
হবে না প্রভাত, থাকিবে এমনি,—
অজ্ঞান, কাতর শিশুদের মাতা,—
কে নাশিবে হায় জননীর ব্যথা ?

কলির প্রারম্ভে দেবতা সকল
হারায়েছে সবে আপনার বল—
সকলি নিদ্রিত মোহে অচেতন ;
আমাদের আশা হবে না পূরণ।

তথাপিও ভাই হাস শূন্যমনে,
শারদা সুন্দরী হেরিয়া নয়নে ;
পূজ তাঁর পদ সকল ভুলিয়া
অভাগ্য জীবন মনে না ভাবিয়া।

আমরা মাতার অভাগা সন্তান
ক্ষণেক সুখেতে উন্মত্ত পরাণ ;—
ভূত ভবিষ্যৎ না করি বিচার
শরতে শারদা পূজি বার বার।

এমনি পূজিব, এমনি হাসিব,
এমনি পুতুল হইয়া রহিব,
কেন রে বঙ্গেতে এ উৎসব বল ?
শক্তি পূজা করি কুপথে চঞ্চল।

এস মা অভয়ে অসুরদলনি!
ভক্তি ভরে তোমা পূজিব জননি,
তুমি আদ্যা শক্তি কলুষনাশিনী
দুর্ব্বলের হৃদে জ্ঞান-প্রদায়িনী।

একটি প্রার্থনা।

কোন সাধ নাহি আর
এ সংসারে অভাগার,
সকলই একে একে দিয়াছি বিদায়।
তাহে কোন খেদ নাই,
কোন সুখ নাহি চাই,
এ জগতে শান্তি আমি পাব না কোথায়।
হায় রে এ শুষ্ক মন,
পাবে না নব জীবন,
এই অগ্নি চিরকাল দহিবে আমায়!

এমনি নীরবে বসি'
কাঁদিব গো দিবানিশি,
এমনি নির্জ্জনে দিন করিব যাপন।
তরুলতা ফুল সনে
গাঁথিয়া, কাতর মনে
এইরূপে নিরজনে করিব ভ্রমণ।
বিহঙ্গের কলরবে
শোক দুঃখ ভুলি' সবে
স্বর্গের মধুর স্বর বুঝিব কেমন।

শূন্য নীলাম্বরে আঁখি
মুগ্ধভাবে স্থির রাখি,
নীরবে অসুখ যত করিব জ্ঞাপন।
নিস্তব্ধ কণ্ঠের ধ্বনি
কাঁপাইয়া নিশীথিনী
বহিবে গম্ভীর ভাবে নৈশ সমীরণ।
চন্দ্রলোকে সেই বাণী
করিবে রে প্রতিধ্বনি ;
নক্ষত্র আমার দুঃখ করিবে শ্রবণ।

কিন্তু মম বন্ধুগণে
শুনাব না এ জীবনে
আপন দুঃখের কথা হৃদয় খুলিয়া।
অশ্রুবিন্দু অভাগার
কেহ না দেখিবে আর ;
নিজে গাব নিজ দুঃখ পরাণ ভরিয়া।
আশা, ইচ্ছা, নাহি মম
জ্বলন্ত শ্মশান সম
জ্বলিছে বিষাদানল, কাতর করিয়া।

প্রিয়তম বন্ধুগণ,
মম শেষ নিবেদন,
একটী প্রার্থনা মম করিও পূরণ।
অন্তিমের ভিক্ষা, ভাই,
তোমাদের কাছে চাই,
অভাগার ক্ষুদ্র সাধ ভুলনা কখন।
ত্যজিব সংসার যবে,
এ জীবন ফুরাইবে,
জাহ্নবী সৈকতে মোরে লইও তখন।

পুণ্য প্রবাহিনী-তীরে,
শীতল সুস্নিগ্ধ নীরে,
মৃত্যু যেন হয় মম, প্রার্থনা আমার।
শিশু ভ্রাতা ভগ্নী হায়,
যেখানেতে নিদ্রা যায়,
সেই খানে নিদ্রা যাব, ত্যজিয়া সংসার।
(কতদিন হ'লো গত
তথাপি ব্যথিত চিত;—
তাদের বিচ্ছেদে অশ্রু ঝরে অনিবার।

স্নেহ পরিবারগণে,
কাঁদাইয়া জনে জনে,
বহুদিন পরিহরি গিয়াছে দুজন।
স্নেহময়ী মাতা নিতি,
কাঁদে হায়, দিবারাতি,
সে দুঃখ মুহূর্ত্ত নাহি ভুলেন কখন।
প্রতি কার্য্যে নাম ধরি
ফেলেন নয়নবারি
না পারি ভুলিতে কভু তাদের বদন।)

তাহারা যেখানে আছে,
থাকিব তাদের কাছে,
ভাগীরথী পুণ্য তীরে করিয়া শয়ন।
পরশি পবিত্র বারি,
এ জীবন পরিহরি,
স্বরগে যাইব সুখে জুড়াইবে মন।
সেই শেষ দিন যবে
অভাগারে দেখা দিবে,
প্রার্থনা, জাহ্নবি! মোরে করিও গ্রহণ।

সম্পূর্ণ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

ERRATA.

For "Enthanasia" p. 33, *read* "Euthanasia."

১০ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তিতে "করেছি" স্থলে "করিছে" পড়িতে হইবে।